শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

(বঙ্গানুবাদ।)

প্রথম সংস্করণ।
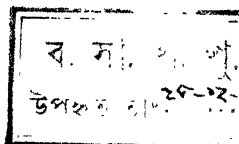
শ্রীমৎস্যপুরাণান্তর্গত মূল প্রয়াগমাহাত্ম্য বঙ্গানুবাদ করত,
পরিশিষ্টাধ্যায়ে এলাহাবাদের ইতিহাস ও নানাবিধ
জ্ঞাতব্য-বিষয়ের সন্নিবেশ সহ,

শ্রীরাসমোহন সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা,
১৭ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, নগেন্দ্র ষ্টিম্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৯১০।

THIS BOOK

(PRAYAG-MAHATMYA)

IS DEDICATED

TO

CECIL MOORE Esq., M.A., I.C.S

(Joint Magistrate, **ALLAHABAD.**)

For His taking keen interest in removing the grievances of Hindu Pilgrims

AT

PRAYAG.

1910.

উৎসর্গপত্র।

শ্রীলশ্রীযুক্ত সি, মুর, এম্,এ, আই, সি, এস,

(এলাহাবাদের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্।)

মহোদয়,

মহাশয় !

এলাহাবাদবাসী প্রজাগণ, প্রবল কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হইলে, আপনার নিকট সুবিচার পায়, এই জন্য তাহারা আপনাকে "গরিবের মা-বাপ" বলিয়া থাকে। বিদেশাগত তীর্থযাত্রীগণের প্রতি অযথাচরণ ও তাঁহাদিগের ক্লেশ-নিবারণের জন্যও আপনি বহু পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত, আমিও তীর্থযাত্রীগণের ক্লেশনিবারণের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার বিশেষ সহায়তা ও উৎসাহ পাইয়াছি। এই সকল সদাশয়তা আপনার স্বভাবসিদ্ধ ও কর্ম্মাবদ্ধ হইলেও তাহারই কৃতজ্ঞতা চিহ্নস্বরূপ, আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ (শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য) আপনার করকমলে উৎসর্গ করিলাম।

ইতি—

এলাহাবাদ।
১৫ই জানুয়ারি,
১৯১০।

আপনার গুণদর্শী—

শ্রীরাসমোহন সরকার।

C. Moore Esq., M. A., I. C. S.

The Standard Press, Allahabad

মুখবন্ধ।

—*—
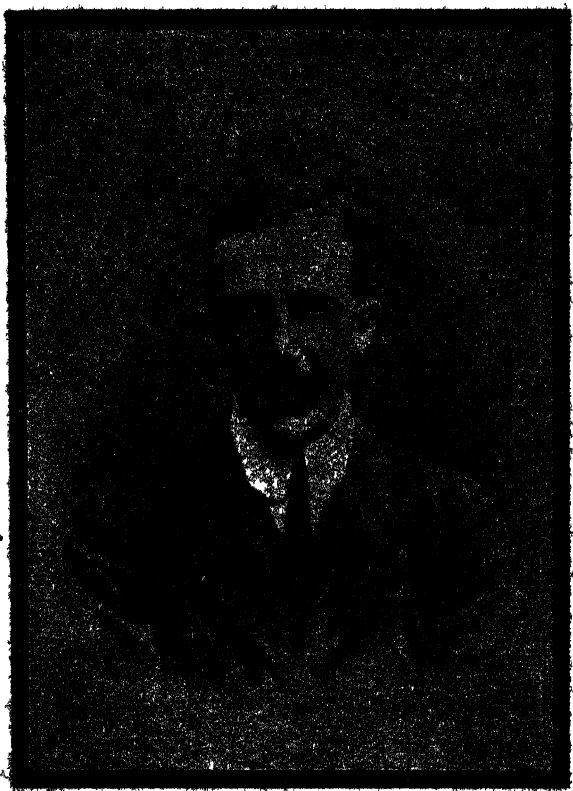
মূল সংস্কৃত শ্রীমৎস্য পুরাণান্তর্গত "শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্য" নামক দ্বাদশ অধ্যায়ের, বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহার পরিশিষ্টাধ্যায়ে এলাহাবাদের ইতিহাস সহ বহুবিধ প্রাচীন ও আধুনিক দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বিবরণ, ও প্রয়াগস্থ প্রাচীন ও আধুনিক তীর্থায়তন সমূহের অবস্থান এবং বিশেষ বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত হওয়াতে, তীর্থযাত্রী বা দর্শকগণ, অপরের বিনাসাহায্যে দুষ্টগণের চাতুরি উল্লঙ্ঘন করত, এলাহাবাদের দ্রষ্টব্য স্থানাদি ও প্রয়াগের যাবতীয় তীর্থায়তন দর্শন করিতে পারিবেন। ঐ অধ্যায়ের মধ্যে, প্রয়াগে তীর্থযাত্রীগণের বিচরণ ও তীর্থক্রিয়া সমাপন বিষয়ক নানা কথার উল্লেখ থাকাতে, তাঁহাদিগের তীর্থ-ভ্রমণ সুবিধা জনক হইবে। পাণ্ডাগণ, তীর্থ-যাত্রীগণকে, মস্তকমুণ্ডন ও বেণীঘাটে স্নান করাইয়া, দান-দক্ষিণাদি লইয়া, বিদায় করেন; কোন যাত্রী স্থানীয় আয়তনাদি দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কেবল মাত্র শ্রীবেণীমাধব ও অক্ষয়বট দর্শন করাইয়া থাকেন। এইরূপে প্রয়াগস্থ তীর্থায়তনগুলি ক্রমশঃ অজ্ঞাত ও অচিহ্নিত হইয়া পড়িতেছে। এমন কি পাণ্ডাগণও, মোটামুটি কয়েকটী স্থান ব্যতীত, অপরাপর গুলির সন্ধান ত দূরের কথা, নাম পর্য্যন্তও অবগত নহেন। প্রয়াগ মণ্ডলের বিস্তৃতি পঞ্চযোজন; কিন্তু অধুনা উহা বেণীসঙ্গমের নিকটেই সীমাবদ্ধ হইয়াছে। প্রয়াগের তীর্থগুলি ক্রমশঃ অজ্ঞাত হইয়া পড়িতেছে দেখিয়া, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে, ৺মথুরানাথ ব্রহ্মচারী নামক এক মহাপুরুষ, গঙ্গা

ও যমুনার তীরবর্ত্তী তীর্থগুলিতে প্রস্তর ফলক স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেগুলিও ক্রমশঃ নিরুদ্দেশ হইয়া পড়িতেছে। প্রয়াগ-মাহাত্ম্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মা শাল্মলী বৃক্ষ রূপে, বিষ্ণু বেণীমাধব রূপে, ও মহেশ্বর অক্ষয়বট রূপে, সর্ব্বদা অবস্থান করত, প্রয়াগ রক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে, বিষ্ণু বেণীমাধব, ও মহেশ্বর অক্ষয়বট, দেখা যাইতেছে; কিন্তু শাল্মলী-বৃক্ষরূপী ব্রহ্মা কোথায়? কালক্রমে বৃক্ষ না থাকিলেও, স্থানটীতে চিহ্ন না থাকা, হিন্দু-সাধারণের, বিশেষতঃ পাণ্ডাগণের কলঙ্কের কথা নয় কি? তীর্থায়তনগুলি ত অজ্ঞাত হইতেছেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে স্নান, দর্শন, দান ও সঙ্কল্পাদির মন্ত্র ও ক্রিয়াগুলি পর্য্যন্তও লোপ হইতেছে। এখানকার তীর্থ-গুরুগণ (পাণ্ডা) মধ্যে, অতি অল্প সংখ্যক লোকই এসকল বিষয়ের আলোচনা করিতে সমর্থ। অধিকাংশই কোনমতে দুএকটী অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করত "শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু" বলিয়া দান গ্রহণাদি করিয়া থাকেন। আমি, এই সকল অভাব দূর করিবার মানসে, মূল প্রয়াগ মাহাত্ম্যের অনুবাদ ব্যতীতও, বহু পরিশ্রম করত, নানা গ্রন্থের সাহায্যে ও স্থানীয় পরিদর্শনাদি দ্বারা, প্রয়াগস্থ অনেক তীর্থায়তনের অবস্থান ও বিবরণ, এবং আবশ্যকীয় মন্ত্রাদি সংগৃহীত করিয়া, পরিশিষ্টাধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই ক্ষুদ্র পুস্তকের সাহায্যে, একজন মাত্র দর্শক বা তীর্থযাত্রী, নিরাপদে প্রয়াগের তীর্থ পরিদর্শন ও ক্রিয়াসম্পন্ন করিতে পারিলেও, আমি শ্রম সফল বোধ করিব।

এই পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ, মুদ্রাঙ্কণ ব্যয় বাদে, "তীর্থযাত্রী সংরক্ষিণী" সমিতির কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। ইতি—

প্রয়াগ।
১লা মাঘ, ১৩১৬।

শ্রীরাসমোহন সরকার।

শ্রীপ্রয়াগ-মাহাত্ম্য।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

শ্রীসূত উবাচ। মহর্ষি সূত বলিতেছেন, পুরাকালে শ্রীমার্কণ্ডেয় ঋষিপাণ্ডু-পুত্রগণের নিকট প্রয়াগ-মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন অতঃপর আমি তদ্রূপ বর্ণন করিতেছিঃ—পৃথাসুতগণ ভারতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আগমন করত কুন্তি-পুত্র যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকে সন্তপ্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"রাজা সুযোধন একাদশ চমূপতি ছিলেন; তাঁহারা সকলেই আমাদিগের দ্বারা বহু প্রকারে নিগৃহীত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাসুদেবকে আশ্রয় করত কেবলমাত্র আমরা পঞ্চপাণ্ডব অবশিষ্ট রহিয়াছি। মহামনা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, পুত্র-ভ্রাতৃ-সমাবৃত রাজা সুযোধন ও শূরমান্য সকল রাজগণকে কি জন্য নিহত করিলাম? আমাদিগের আর জীবিত থাকিয়া ফল কি? এ কেবল কষ্ট মাত্র। আমাদিগকে ধিক!" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা দুঃখিত, নিশ্চেষ্ট, নিরুৎসাহ ও অবাক হইয়া রহিলেন। পুনঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এক্ষণে কোন্ তীর্থ, কোন্ যোগ, কি নিয়ম ও কোন্ বিধি অবলম্বন করিলে এ মহাপাতক হইতে মুক্ত হইব? যাঁহার দ্বারা নিয়োজিত হইয়া এই পাপ

করিয়াছি, সেই কৃষ্ণকে এ কথা কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব? আর যাঁহার শত পুত্র আমাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে সেই ধৃতরাষ্ট্র-কেই বা কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব?" এইরূপ দুঃখিতান্তঃ-করণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিশোকসন্তপ্ত সমস্ত পাণ্ডবগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবাশ্রিত মহামনাগণ ও কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই ইতঃস্তত ধুল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

এদিকে বারাণসীতে থাকিয়া মহামুনি মার্কণ্ডেয় জানিতে পারিলেন যে, যুধিষ্ঠির অত্যন্ত দুঃখিত ও অস্থির চিত্ত হইয়া রোদন করিতেছেন। তখন মহাতপা মার্কণ্ডেয় সত্বর হস্তিনাপুর রাজ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারপাল রাজসমীপে গমন করত "মার্কণ্ডেয় মুনি দ্বারে অবস্থান করিতেছেন" বলিয়া সংবাদ দিলে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইয়া, "হে মহা ভাগ, আপনার শুভাগমন হউক, হে মহামুনে, আজ আমার জন্ম সফল হইল, আমার কুল উদ্ধার হইল, আপনার তুষ্টিতে আমার পিতৃগণ তুষ্ট হইলেন, আজ আপনার দর্শনে আমি সমস্ত জ্ঞাতিগণসহ পবিত্র হইলাম" ইত্যাদি বলিয়া মুনিকে অভ্যর্থনা করিলেন।

শ্রীনন্দিকেশ্বর উবাচ। অতঃপর মহাত্মা যুধিষ্ঠির উক্ত মহা-মুনিকে সিংহাসনোপরি উপবেশন করাইয়া পদধৌত ও অর্চ্চনাদি করত পূজা করিলেন। মুনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে বলিলেন, "হে রাজন, আপনি কি জন্য রোদন করিতেছেন? কি জন্য এরূপ বিকল-চিত্ত হইয়াছেন? আপনার কি বাধা বা কি অপ্রিয় কার্য্য হইয়াছে, আমাকে বলুন।"

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী চির-জীবী, বহুজ্ঞানী ও সর্ব্বধর্ম্মদর্শী মহামুনি! রাজ্যের জন্যই আমা-দিগের এই সমস্ত অনর্থ হইয়াছে, সেই চিন্তাতেই আমার চিত্তে দুঃখ ও বৈকল্য উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহাভাগ রাজন, ক্ষত্রধর্ম্মের ব্যবস্থা শ্রবণ করুন; যুদ্ধে বা যুদ্ধ করত শত্রুবধে রাজগণের কোন পাপ দৃষ্ট হয় না। হে রাজন, আপনার পূজনীয় পিতৃ-পিতামহগণের যেরূপ ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিতে করিতে মৃত্যু সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় ছিল, আপনি ও সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া প্রজা-পালনে তৎপর হউন। অগ্রে দুষ্টগণ কর্ত্তৃক কূট-পাশা দ্বারা ভার্য্যা দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, দ্বাদশ বর্ষকাল স্বজনসহ বনে বনে ক্লেশপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আপনিও এক্ষণে তদ্রূপ ধর্ম্মই পালন করুন। স্বধর্ম্ম-নিরতা, বরারোহা, রাজপুত্রী দ্রৌপদী আপনাদিগের আশ্রিতা হইয়াই ঐ সকল ক্লেশভোগ করিয়াছেন; নতুবা পাতিব্রতা-ধর্ম্মযুক্তা কৃষ্ণার তপস্যাবলে তাঁহার কোপদৃষ্টিতে তখনই কি উহারা ভস্ম হইয়া যাইত না? অথবা, হে পরন্তপ, আপনার কোপ দৃষ্টিতেই দগ্ধ হইয়া যইত। অতএব অতীত কার্য্য সমূহ মনে করিয়া এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য করুন; পাপের চিন্তা ত্যাগ করুন। শোক করা কর্ত্তব্য নহে।”

শ্রীনন্দিকেশ্বর বলিলেন,—“রাজা এইরূপে আমন্ত্রিত হইয়া, মুনির পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করত মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, “হে মহাপ্রাজ্ঞ, যাহাতে আমি এই মহাপাতক হইতে মুক্তি পাই তদ্রূপ বলুন। আমার মনের পাপ দূর হইতেছে না; যাহাতে

তাহা হয় উহা করুন। আপনার বাক্যরূপ জাহ্নবীজলে স্নান করত আমার মনের পাপ দূর হইবে; অতএব আমি কিরূপে শুদ্ধ হইব তাহাই বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভারত রাজন, আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। জ্ঞান, যোগ ও ব্রত ব্যতিরেকেও মনের অত্যন্ত অশুদ্ধতা কিরূপে দূর হয়, এবং এই মায়াশ্রিত সংসারে থাকিয়া কিরূপে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, এবং অহং জ্ঞান বিশিষ্ট পুরুষার্থাভিমানী মানব কিরূপে অকিঞ্চিৎকর বিষয়-জ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়া হরিপরায়ণ হইতে পারে তাহাই বলিতেছি। হে রাজন, আপনি বিনীতাত্মা হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণের শরণাগত ও সর্ব্বাত্মাতে আপনার সমদৃষ্টি; কৃষ্ণ আপনার পরম বন্ধু; তিনি আপনার সখা, সুহৃৎ ও গুরু। সেই অমেয়াত্মা জগৎগুরু সর্ব্বপ্রকারেই আপনার হিতে রত। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার সাহায্য করিয়াছেন, আপনার আবার মোহ কি? তথাপি ভগবতী মায়া যোগীগণকেও মোহিত করেন, যদ্দ্বারা সম্মোহিত হইয়া জীব ত্রিগুণাত্মক আত্মাকে ভুলিয়া যায়। হে রাজন, আপনিও মানব, সুতরাং জ্ঞানবান হইয়াও মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন; অতএব যাবতীয় তত্ত্বদর্শী মুনিগণ কর্ত্তৃক নিশ্চিত হইয়া যে পরম গোপনীয় বিষয় উক্ত হইয়াছে, আমি তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পুরাকালে ব্রহ্মা নারায়ণের মুখে শ্রবণ করিয়া আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলেন আমি আপনাকে তাহাই বলিতেছি। যোগ ও তপস্যা ব্যতিরেকেও কেবলমাত্র তীর্থ-সেবন দ্বারা সর্ব্বমোহ দূর হয়। অজ্ঞান কর্ত্তৃক মোহ প্রাপ্ত হইলেও তাহার পাপফল অত্যধিক

হইয়া থাকে; অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে তীর্থ সেবাচরণ কর্ত্তব্য। যে নর পুনঃ পুনঃ তীর্থ স্নান করে, সে এই সংসার হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গ-লোকে গমন করত অক্ষয় ফল ভোগ করে; এবং যে নিষ্কামী বিষ্ণু ভক্ত, সে বিষ্ণুলোকে গমন করে। সেই সমস্ত তীর্থ মধ্যে সর্ব্ব-বেদে যে তীর্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিশ্চিত করিয়াছে, এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব বহুকাল বিচার করত যাহাকে তীর্থরাজ নির্ণয় করিয়াছেন, ও মুনিগণের নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা নিশ্চিত হইয়া সুগোপিত রহিয়াছে, সেই তীর্থরাজাভিগমন করিলে সকল অজ্ঞান নিবারিত হইবে। মানব তীর্থরাজাভিগমন দ্বারা অনন্ত পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় অনন্ত লোকে গমন করে। তীর্থ-রাজের নাম শুনিলেও শ্রুতিমূল পবিত্র হয় ও গমনকালে পদে পদে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব হে মহারাজ ভারত, আপনি সেই প্রয়াগ-তীর্থে গমন করুন। গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম দর্শন, স্পর্শন, তথায় স্নান বা সেবন কিংবা স্মরণ করিলেও জীব নিষ্পাপ হয়, এবং শত জন্মোদ্ভূত মোহ সত্ত্ব দূর হয়; অতএব তথায় গমন করিলেই আপনার মোহ দূর ও অজ্ঞানজ তম বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই!

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমহাত্ম্যে প্রথমাধ্যায়ঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, পুরাকালে দেব-দেব ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত প্রয়াগ-মাহাত্ম্য যে প্রকারে ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছে, আমি

তদ্রূপ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি; অতএব মহাত্মন্, তথায় গমন বিধি ও ফল সমস্তই অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক। কি প্রকারে স্নান করিতে হয়, কি দান কর্ত্তব্য, আর নিয়মই বা কি, তথায় বাস করিলেই বা কি হয়, আর মরণেই বা কি ফল, স্নান এবং দানেই বা কি ফল হয়, সে সমস্ত বিষয়, আপনি বিধি ও বিষ্ণুর নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রূপ সুবিস্তৃতরূপে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, প্রতিষ্ঠানপুর হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত যে স্থান, শ্রীবাসুকীকুণ্ড, কম্বলাশ্বতর ও বহুমূলকনাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই স্থানই প্রজাপতিক্ষেত্র নামে ত্রিলোক প্রসিদ্ধ। সেই স্থানে স্নান করিলে লোক স্বর্গে যায় এবং তথায় মৃত্যু হইলে পুনর্জন্ম হয় না। হে নৃপ! সেই সর্ব্বতীর্থাশ্রয়, তীর্থরাজ প্রয়াগে ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া উহা রক্ষা করিতেছেন। হে রাজেন্দ্র! সেইস্থানে যত তীর্থ আছে তাহা কে বলিতে পারে? শতবর্ষেও তাহা বলিয়া কেহ শেষ করিতে পারে না। অতএব প্রয়াগের মহিমা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি:—তথায় ষষ্টীসহস্র দেবগণ মিলিত হইয়া জাহ্নবীকে, ও সপ্তাবাহন সবিতা যমুনাকে, সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, এবং স্বয়ং প্রজাপতি বিশেষ প্রকারে সেই প্রয়াগকে রক্ষা করিতেছেন। দেবগণ পরিবৃত হইয়া স্বয়ং শ্রীহরি মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। আর শূলপাণি মহেশ্বর শিব বটবৃক্ষ রক্ষা করিতেছেন। এই সর্ব্বপাপহর মঙ্গলময় স্থান দেবগণ সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। অধর্ম্মাবৃত লোক সেই স্থানে গমন করিতে পারে না। হে নরাধিপ! অল্প পাপ প্রয়াগ স্মরণমাত্রেই ক্ষয় হয়। আর ঐ তীর্থ

দর্শনে বা কীর্ত্তনে কিম্বা উহার মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেও লোক সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগে পঞ্চকুণ্ড মধ্যস্থিত জাহ্নবীকে দর্শন মাত্রই পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সহস্র যোজন দূরে থাকিয়াও গঙ্গাকে স্মরণ করে, সে অতি দুস্কৃত হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হয়; কীর্ত্তনে পাপমুক্ত ও দর্শনে মঙ্গল হয়, অবগাহন ও পান করিলে সপ্তকুলঃপবিত্র হয়; এবং স্বয়ং সত্যবাদী জিত-ক্রোধ, অহিংস্র, দ্বেষশূন্য, তত্বজ্ঞ ও গোব্রাহ্মণ হিতরত হয়। পাপ কর্ম্মাবৃত ব্যক্তিও গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থলে প্রবেশ মাত্রই নিষ্পাপ হইয়া সকল কাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব-দেব সংরক্ষিত প্রয়াগে মাসাবধি কাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করত গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে স্নান ও পিতৃ ও দেবগণের তর্পণ কর্ত্তব্য। বিদ্বানগণ তথায় নিয়তেন্দ্রিয়, পূতাত্মা ও নিত্যকর্ম্ম-রত হইয়া তত্রত্য দেবতা ও আপন ইষ্টদেবতার অর্চনা করিয়া থাকেন। তথায় যে নিত্য ব্রাহ্মণকে পূজা, ও ক্রোধবর্জ্জিত ও দয়ালু হইয়া দরিদ্রগণকে তৃপ্ত করে, সে যাবতীয় কাম্য ও ইপ্সিত বস্তু লাভ করে। যে প্রয়াগে তপনসুতা দেবী যমুনা নিম্নগামিনী হইয়া সমাগতা, এবং সাক্ষাৎ দেব মহেশ্বর যেখানে উপস্থিত, হে যুধিষ্ঠির, মানব তথায় বিশেষ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রাজন! দেব-দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণ সকলেই সেই স্থান স্পর্শ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়; দুস্কৃতকর্ম্মা, দুর্ভাগ্য নরও এই ক্ষেত্র দর্শনমাত্রেই সুখী হয়; সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিলেও সে সুখ পাওয়া যায় না। হে নৃপ! ভূত, প্রেত, পিশাচগণও বেণীজল-বিন্দু স্পর্শ মাত্র দিব্য দেহ প্রাপ্ত হয় এবং শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করে। স্বর্গস্থ দেবগণও দুর্লভ মনুষ্য জন্মগ্রহণ করত তীর্থরাজ প্রয়াগে বাস করিতে

অভিলাষ করেন। তথায় স্নান করত আপন বংশধর গণের তর্পণ করিলে তাঁহারা নানা যোনিগত হইলেও তৎক্ষণাৎ বিমুক্ত হন। প্রয়াগে যাহার নামে তর্পণ করিবে, সেই দেবলোক প্রাপ্ত হইবে। যে পাপী নর তীর্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেও বিমুক্ত হয়। নানা দুঃখ সমন্বিত দুস্কৃত ব্যক্তির গাত্রে যদি বায়ু দ্বারা চালিত হইয়াও প্রয়াগের রজঃ পতিত হয়, সে তৎক্ষণাৎ সর্ব্বসুখ ভোগী হয়।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমহাত্ম্যে দ্বিতীয়অধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

—:*:—

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন! পুনরায় প্রয়াগ-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ইহা শ্রবণ করিলে নর সর্ব্বপাপ মুক্ত হয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দীন দুঃখী জনের পক্ষে প্রয়াগে নিবাস ব্যতীত অন্য বক্তব্য নাই। মুনিও পণ্ডিতগণ বলেন যে, ব্যাধিগ্রস্ত, দীন বা ক্রুদ্ধ ব্যক্তিও গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে প্রাণত্যাগ করিলে দীপ্ত কাঞ্চনাভ বিমানে স্বর্গলোকে গমন করেএবং তথায় গন্ধর্ব্বাপ্সরাগণ মধ্যে চিরানন্দ উপভোগ ও অভিলষিত কাম্য বস্তু লাভ করে। প্রয়াগে প্রাণপরিত্যাগ করিলে নর সর্ব্বরত্নময়, নানা-রত্ন-সমাকুল স্বর্গে বরাঙ্গনাগণ-সমাকীর্ণ হইয়া আনন্দ উপভোগ করে; এবং গীতবাদ্যাদিদ্বারা তাহার শয্যাগমন ও নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে। যতদিন সে পুনর্জন্ম ইচ্ছা না করে, ততদিন স্বর্গভোগ

করত পরিশেষে স্বর্গভোগান্তে পাপকর্ম্মাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া হিরণ্য রত্ন পরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ কুলে জন্মগ্রহণ করে; এবং পূর্ব্ব জন্মের মত পুনরায় প্রয়াগতীর্থে গমন করত তথায় প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে; সে প্রলয়কালেও চিদাত্মক ভাবে ব্রহ্মে লীন থাকে, পুনর্জন্ম হয় না। যে ধীর, শুদ্ধবুদ্ধি ও স্বকর্ম্মনিরত হইয়া প্রয়াগে বাস করে, সে সর্ব্বকামফলা বৃক্ষযুক্ত হিরণ্ময়ী ভূমি-যেখানে শোক নাই এবং ঋষি, মুনি ও সিদ্ধগণ যথায় বাস করেন, সেই স্থানে গমন করত সহস্র সহস্র সুন্দরী রমণী সহ মন্দাকিনীতটে অবস্থান করত আপন সুকৃত-কর্ম্ম দ্বারা ঋষিগণের সঙ্গলাভ করে। যে মানব প্রয়াগ স্মরণ করে, সে'ও প্রয়াগে প্রাণত্যাগকারীর ন্যায় আপন সুকৃতিতে ব্রহ্মলোকে গমন করে। তীর্থরাজ প্রয়াগে যে প্রতিগ্রহ করেনা এবং হস্ত পদ ও মন সুসংযত করে, সে তীর্থফল স্বরূপ বিদ্যা, তপ ও কীর্ত্তি উপভোগ করে। প্রতিগ্রহ নিবৃত্ত ব্যক্তিই সংযত হয়। তপ-তীর্থ-বেদজ্ঞ মহাজনগণ এরূপ নিয়ম বলিয়াছেন যে, প্রয়াগে জীবশূন্য স্থানেও পথ দেখিয়া পাদ-ক্ষেপ করিবে। তথায় নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া গায়ত্রী আদি মন্ত্র জপ, অভক্ষ্য পরিত্যাগ ও একাদশ্যুপবাস করত প্রাতঃ স্নান ও অভুক্তাবস্থায় পুনঃ স্নান করিবে; পাদত্রাণ, ছত্র ও উষ্ণীষ ও তৈলমর্দ্দন পরিত্যাগ করত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। এইরূপ তপ সংযুক্ত ব্যক্তিই তীর্থফলাধিকারী হয়। যে ক্রোধ-রহিত সাধুব্যক্তি প্রতিগ্রহ সমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করেনা, সেই তীর্থফল ভোগ করে। বেদ পারায়ণাদি জপ দ্বারা প্রতিগ্রহ জনিত সর্ব্ব পাপ নষ্ট হয়, অতএব সর্ব্বদা জপ কর্ত্তব্য। আর যে অসমর্থ হইয়াও প্রতিগ্রহ করে না, সে সম্যক তীর্থফল ও সম্পূর্ণ

বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হয়। স্বকার্য্যে, পিতৃকার্য্যে বা দেবার্চ্চনার জন্যও যদি সুবর্ণ মণিমুক্তা বা অন্য কোনরূপ প্রতিগ্রহ করে, তবে যতদিন উহার ফলভোগ করিবে ততদিন তাহার সেই তীর্থ বিফল হয়; অতএব তীর্থে, পুণ্যে ও আয়তনে প্রতিগ্রহ করিবে না। সর্ব্ব নিমিত্তেই দ্বিজ অপ্রমত্ত হইবে। যে ব্যক্তি স্বর্ণশৃঙ্গী রৌপ্যখুর, বেলকণ্ঠা, রত্নপুচ্ছী, তাম্রপৃষ্ঠী, কাংস্যদেহা, সবৎসা পাটলবর্ণা কপিলা ধেনু, সুশীল, তপস্বী, ধর্ম্মাত্মা, বেদবিৎ, শ্রোত্রীয়, কৌটুম্বিক বিপ্রকে বস্ত্র অলঙ্কার ও দক্ষিণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করত, মহার্ঘ বস্ত্র ও বিবিধ রত্ন সহ ভক্তি পূর্ব্বক ত্রিবেণীতে দান করে সে অনন্ত অভীপ্সিত লাভ করে; এবং, হে সত্তম। সে সেই গাভীর গাত্রে যত রোম আছে তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোকে বিচরণ করে। সে যেখানে জন্মগ্রহণ করে, ঐ গাভীও তথায় জন্মে। ঐ ব্যক্তি কদাচ নরক দর্শন করে না; পরন্তু পুণ্যভোগী হয়, এবং স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ও জম্বুদ্বীপাধিপতি হয় ও উত্তরাংশ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষয় কাল উপভোগ করে; শত সহস্র গাভীর মধ্য হইতে এক (উত্তম) পয়স্বিনী-গাভী দান করিলে দারা, পুত্র, দাস, ভৃত্য ও অনেক গাভীর অধিকারী হয়; অতএব সর্ব্বপ্রকার দান মধ্যে গোদানই বিশেষ দান। সৎপাত্রে প্রদত্ত গাভী বিষম ঘোরপাতক ও দুর্গম সঙ্কটে সর্ব্বদা রক্ষা করে; আর কুপাত্রে দান করিলে দাতা নরকগামী হয়। যে স্থলে সৎপাত্র না পাওয়া যাইবে, তথায় শালগ্রাম সমীপে সঙ্কল্প পূর্ব্বক পাত্র মনে চিন্তা করত জলে জল নিক্ষেপ করিবে; অতঃপর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেই মনোনীত দ্বিজকে দান করিবে; এরূপ করিলে তাহার সম্পূর্ণ ফল হইবে। এ প্রকার বিধিতে দান

করিলে প্রতিগ্রাহীও দোষভোগী হইবে না; বরং দাতা ও প্রতিগ্রাহী উভয়েই উক্ত গাভীর দ্বারা ঘোর দুস্তর সাগর পার হইবে।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, ভগবন্! আমি যতই প্রয়াগের মহিমা শ্রবণ করিতেছি ততই আমার মনের শুদ্ধভাব হইতেছে; অতএব সুধী নর কি বিধিক্রমে তীর্থে—বিশেষতঃ তীর্থরাজ প্রয়াগে, গমন করে তাহা বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, বৎস! ঋষিগণ সকলে বিচার করত যেরূপ তীর্থযাত্রা বিধি-ক্রম উত্তমরূপে নিশ্চিত করিয়াছেন, আমি আপনাকে তদ্রূপই কহিব। হে নৃপসত্তম! প্রস্থানের পূর্ব্বদিবসে ক্ষৌর করত উপবাস করিবে, এবং ঘৃত প্রধান শ্রাদ্ধ করিবে। প্রথম দিবসে দ্রোণ পরিমাণ ঘৃত দ্বারা পারণ করিবে, এবং প্রতিদিন জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী ভাবে গমন করিবে। গমনকালে পাদত্রাণ, ছত্র, উষ্ণীষ ও যানারোহণ বর্জ্জন করিবে। নিত্য অভুক্তাবস্থায় হরিস্মরণ করিবে। নরকাবহ গবারোহণ যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যে গোযানে গমন করে, তাহার প্রতি গাভীর দারুণ ক্রোধ হয়; সেই ব্যক্তির জল পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। ঐশ্বর্য্যাহঙ্কৃত হইয়া যে ব্যক্তি গোযানারোহণে গমন করে তাহার

যাত্রা নিষ্ফল হয়, অতএব উহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ ঐ যান তীর্থফল অৰ্দ্ধেক নষ্ট করে এবং অবশিষ্টাংশ অৰ্দ্ধার্দ্ধরূপে উপানহদ্বয় নষ্ট করে। যে অশক্ত সেও ভক্তিপূর্ব্বক হরিস্মরণ করত যথাশক্তি চলিবে। তথাপি তীর্থযাত্রা ফলের অন্যথা হইবে না। যাহার দারা-পুত্র সঙ্গে থাকে, সে দারা-পুত্র সহ স্নান করত আপনার ন্যায় তাহাদিগের দ্বারাও ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দান করাইবে। যে যে স্থানে যাইবে, তাহাদিগকেও সঙ্গে লইবে; তাহা হইলে সহযোগীগণ রূপসম্পন্ন ও স্বয়ং গুণবান ও অনেক ভোগসংযুক্ত হইয়া উত্তরে বাস করিবে। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে যথা-বিভব-সম্ভবানুসারে, আর্য্যভাবে যে কন্যা দান করে, সে তৎপ্রভাবে ঘোর নরক দর্শন করে না, এবং অক্ষয়কাল পর্য্যন্ত উত্তর দেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ এবং রূপসংযুক্ত ধার্ম্মিক দারা-পুত্র লাভ করে; অতএব বিভবানুসারে দান কর্ত্তব্য। তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করত মুণ্ডন করিবে; অতঃপর দেব-পিতৃতর্পণ করত তীর্থ-দেবতা-গণের অর্চ্চনা করিবে। তীর্থে উপবাস করত বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর দ্বিজানুজ্ঞা গ্রহণ করত বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। তৎপর, হে মহাবাহো! সে পোষ্যগণসহ দীন ও অনাথগণকে তৃপ্ত করিলে, সেই পুণ্যপ্রভাবে সূর্য্যজ্যোতিঃ বিমানে চড়িয়া স্বর্গে গমন করিবে ও যতকাল সম্যক বিপ্লব না হয় ততকাল তথায় বাস করিবে ও দেবতাগণের সহিত সরোবরে ক্রীড়া করিবে। বটমূল স্পর্শ করিয়া যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সকল লোক অতিক্রম করত শিবলোকে গমন করে। যখন রুদ্রাশ্রিত দ্বাদশ সূর্য্য তাপ দ্বারা সমস্ত জগৎ দগ্ধ করে, তখনও

এই বটমূল দগ্ধ হয় না। যখন চন্দ্র, সূর্য্য, পবন সব নষ্ট হইয়া যায়, এবং জগৎ জলময় হয়, তখন পুনঃপুনঃ জায়মান বিষ্ণু সেই বটমূলে শায়িত থাকেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলেই সর্ব্বদা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে তীর্থ সেবন করেন। সকল দেবতা, ঋষিগণ, ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, দিকসকল ও দিগীশ্বরগণ সকলেই বেণীজল আশ্রয় করিয়া আছেন। সাধ্যগণ, পিতৃগণ, নাগগণ, সমুদয় তীর্থ ও সিদ্ধগণ এবং সপ্তসাগর ও সণকাদি মহর্ষিগণ সকলেই তথায় আছেন। অঙ্গিরাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ, সুপর্ণা, বিদ্যাধরগণ, চক্রধরগণ, আয়তন সকল, মরুৎগণ সকলেই তথায় অবস্থান করিতেছেন। ভগবান হরি বেণীমাধব নামে তথায় আছেন। স্বয়ং রুদ্র হর, শূলটঙ্কেশ্বর নামে তথায় বাস করিতেছেন। ব্রহ্মা প্রজাপতি তথায় অনেক যজ্ঞ করিয়াছেন। লোকানুগ্রহকারক লোকেশ স্বয়ং তথায় আছেন। হে রাজশার্দ্দূল! গঙ্গা-যমুনা মধ্যস্থিত প্রয়াগ পৃথিবীর জঙ্ঘা বলিয়া ত্রিলোকে কথিত হইয়া থাকে। হে ভারত! ইহাপেক্ষা পুণ্যতম তীর্থ ত্রিলোকে আর নাই। তীর্থরাজের কথা শুনিলে, বা নাম সংকীর্ত্তন করিলে, কিম্বা মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে নর পাপ মুক্ত হয়। সঙ্গমে সংসিতব্রত হইয়া অভিষেক করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে তাত! বেদের বচনে বা লোকের কথায় প্রয়াগে মরণের প্রতি মন হয় না। হে কুরুনন্দন! ষাটি কোটী দশসহস্র তীর্থ সতত সেখানে অবস্থিতি করে। যোগযুক্ত স্বত্বগুণবিশিষ্ট মনীষিগণের যে গতি হয়, গঙ্গা- যমুনা সঙ্গমে মৃত ব্যক্তিরও তদ্রূপ গতি হয়। যাহাদিগের প্রয়াগে জন্ম হয় নাই, তাহারা স্ত্রী, পুত্র, ধন সংযুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য

ভোগ করিলেও তাহাদের জন্ম বৃথা। যে প্রয়াগে যায় নাই, সে ত্রিলোক হইতে বঞ্চিত। যে প্রয়াগে গমন করিয়াছে সে দরিদ্র হইলেও তাহার জন্ম সফল। প্রয়াগ দর্শন করিলে তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে, এবং স্বর্গলাভান্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করত প্রয়াগ দর্শন করিলে সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। তথায় মৃত্যু হইলে দেবতাগণেরও দুর্লভ কৈবল্যধাম প্রাপ্ত হয়। যমুনার দক্ষিণতটে,—যেখানে কম্বলা শ্বতর নাগ আছেন, তথায় স্নান ও জল পান করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। শূলটঙ্কেশ্বর শিবস্থান দর্শন করিলে উর্দ্ধাধঃ দশ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। বেণীজলে পঞ্চামৃত অভিষেক করিলে সহস্রগুণ পুণ্য লাভ হয়, পুষ্প প্রদান করিলে শত সুবর্ণ প্রদানের ফল হয় ও বিল্বপত্র প্রদানে অনন্তগুণ পুণ্য হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। হে নৃপোত্তম! গঙ্গার পূর্ব্বভাগে প্রতিষ্ঠান পুরে "সামুদ্রা" নামক ত্রিলোক বিখ্যাত মহাকূপ আছে; তথায় যে নর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করত জিতক্রোধ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়া ত্রিরাত্রি অবস্থান করে, সে অশ্বমেধ-ফল লাভ করে। প্রতি-ষ্ঠানের উত্তরে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বে "হংসপ্রপতন" অবস্থিত; হে ভারত! তথায় স্নান করিলে মন হংসের মত নির্ম্মল হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর স্বর্গে বাস ও বিপুল হংসপাণ্ডুর নামক উর্ব্বশী-পুলিনে অবস্থিতি হয়। আর ঐ স্থানে যাহার মৃত্যু হয়, সে ষাটি সহস্র ও ষাটিশত বর্ষ পিতৃগণ ও সাধুগণের সহিত স্বর্গ সেবন করে; এবং হে নরাধিপ, উর্ব্বশী তাহাকে সর্ব্বদা দেবলোকে দর্শন করে এবং

তথায় ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর সকলেই তাহার পূজা করে। অতঃপর সে স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়াও ক্ষীণ কর্ম্মবিচ্যুত হইয়া বহুসহস্র নারীর মধ্য হইতে উর্ব্বশী সদৃশ শতকন্যা লাভ করে ও দশ সহস্র গ্রামের ভূস্বামী হয়। কাঞ্চী নূপুর ধ্বনিতে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। এই প্রকার বিপুল সুখ সম্ভোগ করত পুনরায় ঐ তীর্থ লাভ করে। যে ব্যক্তি নিত্য, সংযতেন্দ্রিয় ও একাহ্নভোজী হইয়া শুক্লাম্বর পরিধান করত মাসাবধিকাল ভোগবতীতে অবস্থান করে, সে সুবর্ণালঙ্কৃতা শত রমণী লাভ করে এবং মহাভোগ সমন্বিত, ধন ধান্য সমাযুক্ত, দাতা ও ধার্ম্মিক হইয়া বিপুল সুখভোগ ও পুনরায় ঐ তীর্থ লাভ করে। অনন্তর রম্য বটবৃক্ষতলে যে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উপবেশন করত সন্ধ্যা বন্দনা করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। কোটী-তীর্থ আশ্রয় করত যে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে কোটী-সহস্র বর্ষ স্বর্গে বিচরণ করে; অতঃপর স্বর্গ পরিভ্রষ্ট হইয়াও সুবর্ণ-মণি-মুক্তাযুক্ত কুলে রূপবান হইয়া জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর ভোগবতী হইতে উত্তরে বাসুকী; তদনন্তর দশাশ্বমেধ নামক তীর্থ; তথায় নর অভিষেক করিলে দশাশ্বমেধ ফল লাভ করে ও ধনাঢ্য, রূপবান, দক্ষ, দাতা ও ধার্ম্মিক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। চতুর্ব্বেদে যে পুণ্য, সত্যবাদিত্বে যে ফল, অহিংসাতে যে ধর্ম্ম, তথায় গমন করিলেই সেই সকল ফলপ্রাপ্ত হয়। গঙ্গার যে কোন স্থানে অবগাহন করিলেই কুরুক্ষেত্রসম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যে স্থানে বিন্ধ্য পর্ব্বতের সহিত মিলিত হইয়াছেন, তথায় অবগাহন করিলে কুরুক্ষেত্রের দশগুণ, কাশীতে যেখানে উত্তর বাহিনী, তথায় অবগাহনে উহার দশগুণ, সাগর সঙ্গমে তাহার শতগুণ,

যেখানে কালিন্দীর সহিত মিলিত হইয়াছেন, তথায় তাহার সহস্র গুণ, আর প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা পশ্চিম বাহিনী তথায় অবগাহন করিলে অনন্ত গুণ পুণ্য হয়। হে রাজন! ঐ স্থান দর্শনেও পাপক্ষয় হয়। মকরস্থ রবি মহাভাগ্যে লাভ হয়, মাঘ মাসে সূর্য্য মকররাশিস্থ হওয়া বড়ই দুর্ল্লভ। ঐ দিনে প্রয়াগে স্নান, দান, হোম, জপ ও অর্চনাদিতে অক্ষয় অনন্ত পুণ্যলাভ হয়; ইহাতে কোন অন্যথা নাই। দ্রোণ পরিমাণ তিলসহ তিলপাত্র, ঘৃত ও মধু সমভিব্যাহারে যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ, বিদ্বান, শ্রোত্রীয়, সকুটুম্ব বিপ্রকে পূজা করত দক্ষিণাসহ দান করে, সে অনন্ত পুণ্যলাভ করে; সে পুণ্য কল্পক্ষয়েও শেষ হয় না। যেখানে মহাভাগা গঙ্গা বিরাজমানা সেই স্থানকে সিদ্ধক্ষেত্র কহে; সেই স্থানেই সকল তীর্থ উপস্থিত থাকে। গঙ্গা নরগণকে তারিবার জন্য মর্ত্তে, নাগগণকে তারিবার জন্য পাতালে, এবং দেবগণকে তারিবার জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছেন; সেই জন্যই তাঁহার ত্রিপথগা নাম হইয়াছে। যাহার অস্থি যতদিন গঙ্গায় অবস্থান করে সে তত সহস্রযুগ স্বর্গলোকে বিচরণ করে। গঙ্গা, তীর্থ মধ্যে পরমতীর্থ, নদীর মধ্যে পরমানদী এবং সর্ব্বভূতের, এমন কি, মহাপাতকীর ও মোক্ষদাত্রী। গঙ্গা, অন্য সকল স্থানেই সুলভ, কিন্তু গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে ও সাগর-সঙ্গমে, এই তিন স্থানে বড়ই দুর্লভ। ঐ সকল তীর্থে স্নান করিলে লোক স্বর্গে যায় ও মৃত্যু হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না সকলেই মুক্ত হয়; মহাপাপী হইলেও মুক্ত হয়। গঙ্গার সমান আর কিছুই নাই—সকল পবিত্র অপেক্ষা পবিত্র, সকল মঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গল। গঙ্গা মহেশ্বরের শির হইতে নির্গতা হইয়া সর্ব্বজীবের পাপহরা হইয়াছেন।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে চতুর্থোধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়।

--(•)--

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন,। হে রাজন! পুনরায় মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। তাহা শুনিয়া আপনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। গঙ্গার উত্তর তটে মানস নামে যে তীর্থ আছে তথায় স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিলে সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো, ভূমি ও হিরণ্য দান করিলে যে ফল হয়, মানব ঐ তীর্থ স্মরণ করিলেই সেই ফল পাইয়া থাকে। অকামী বা সকামী, যেই হউক, গঙ্গাতে অবগাহন করিলেই, ব্রহ্মার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত সে প্রাজাপত্য লাভ করে, এবং ব্রহ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া পরব্রহ্ম লাভ করে। সকামী ব্যক্তির তথায় মৃত্যু হইলে হংস-সারস-যুক্ত, কিঙ্কিণী-জাল সমন্বিত ব্রহ্মলোকে অবস্থান করত অপ্সরীগণ সমন্বিত হইয়া গন্ধর্ব্বগণের গীতাদি শ্রবণ করে। অতঃপর, হে রাজন! ঐ ব্যক্তি ভূপতি হইয়া রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয় এবং অবর্ণনীয় সুখভোগ করত পুনরায় প্রয়াগে গমন করে, এবং তথায় মুক্ত-তনু হইয়া পরব্রহ্ম লাভ করে। শত সহস্র গো-দান করিলে যে ফল হয়, প্রয়াগে মাঘ মাসে ত্রি-সন্ধ্যা স্নান করিলে সেই ফল হয়। গঙ্গা-যমুনার মধ্যে করীষাগ্নি সাধন করিলে সে ব্যক্তি অহীনাঙ্গ, অরোগ ও পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত হইয়া, তাহার গাত্রে যত রোম তত সহস্র বৎসর স্বর্গলোক বিচরণ করে। অতঃপর স্বর্গপরিভ্রষ্টঃ হইয়াও জম্বুদ্বীপাধিপতি হয়, এবং বিপুল সুখভোগ করত পুনরায় ঐ তীর্থ লাভ করে, ও তথায় দেহত্যাগ করত

বিষ্ণুলোকে গমন করে। ত্রিলোক-বিখ্যাত সঙ্গমের জলে প্রবেশ করিলেই, রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া চন্দ্রলোকে গমন করত চন্দ্রের সহিত আমোদ করে এবং গন্ধর্ব্বাপ্সরা-সেবিত হইয়া ষাটি সহস্র ও ষাটিশত বর্ষ স্বর্গভোগ করে; অতঃপর স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়া অগ্নিহোত্রী হয় এবং বিপুল সুখভোগ করে। যে মানব আপন দেহ কর্ত্তন করত শকুনিগণকে দান করে, সেই বিহঙ্গভুক্ত ব্যক্তির যে ফললাভ হয় তাহা শ্রবণ করুনঃ—সে শত সহস্র বর্ষ চন্দ্রলোকে বিচরণ করে, এবং স্বর্গ-পরিভ্রষ্ট হইয়া গুণবান, রূপসংযুক্ত ও সুপ্রিয়-বাক্যবান হইয়া জম্বুদ্বীপাধিপতি হয়, ও বিপুল সুখভোগ করিয়া পুনঃ ঐ তীর্থ লাভ করে। যে ব্যক্তি তথায় অধোশির হইয়া ধূমপানে অবস্থিতি করে, সে শত সহস্র বর্ষ স্বর্গভোগ করে এবং বিপুল সুখভোগ করত পুনঃ সেই তীর্থ-ফল লাভ করে। যমুনার উত্তর কুলে ও প্রয়াগের দক্ষিণে ঋণপ্রমোচন নামে পরম তীর্থ; তথায় এক রাত্রি বাস ও স্নান করিলে সকল ঋণ হইতে মুক্তি হয় এবং সদা অঋণী হইয়া সূর্য্যলোকে অবস্থিতি হয়।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে পঞ্চম অধ্যায়ঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—*—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি প্রয়াগ সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণন করিলেন, তাহা শ্রবণ করতঃ আমার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। হে ভগবন্! এক্ষণে তথায় অবিনাশক ফল কি প্রকার, এবং

সর্ব্বপাতকমুক্ত হইয়া কোন্ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই বর্ণন করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন্! প্রয়াগের অবিনাশক মহৎ ফল কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করুন: শ্রদ্ধাবান্, ধীমান্, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ তীর্থ-রাজ সেবন করিলে দেবলোকে গমন করে; তথায় বহুকাল নানাবিধ সুখভোগ করনান্তর, পূর্ব্ব বাসনাযুক্ত ব্যক্তি পৃথ্বিপতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং নানা ধন-রত্ন-যুক্ত সপ্তদ্বীপাধিপতি হয় ও বাসুদেব পরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে প্রাণত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করত হরি সন্নিধান প্রাপ্ত হয়, আর পুনরাবৃত্তি হয় না। এই সুমহৎ অবিনাশক ফল। সুমহৎ তীর্থরাজে গমন করিলে অহীনাঙ্গ ব্যক্তিও অরোগ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত হয়; এবং গমন কালে পদে পদে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হয়। সেই ব্যক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী দশ পুরুষ ও পরবর্ত্তী দশ পুরুষ পর্য্যন্ত কুল উদ্ধার করত সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, সে মহাভাগ্যের কথা। অনেক সুকৃতি দ্বারা যে অশ্বমেধ ফল হয়, তাহা যে অল্প প্রয়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমার এই সংশয়চ্ছেদন করত কৌতূহল নিবারণ করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন্! সেই সর্ব্বপাপ-প্রনাশন মহাগুহ্য কথা শ্রবণ করুন। প্রয়াগে এক মাস মাত্র নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া যে ব্যক্তি স্নান করে, সে স্বয়ম্ভূদৃষ্টব্যক্তির মত সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়; যে শুচি, প্রযত, অহিংসক, ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া, তিল বা হবিষ্যান্নভোজী হইয়া ভূমিতে শয়ন করে এবং হরিতে রত থাকে, সে, যে স্থানে শোক করিতে হয়না, সেই পরম স্থানে গমন

করে। যে ব্যক্তি বিশ্রম্ভ বা ঘাতক, সেও যদি প্রয়াগে অবস্থান করত ত্রি-সন্ধ্যা গঙ্গাস্নান করে ও ভিক্ষাশী হয়, তাহা হইলে তিন মাসে ব্রাহ্মণের অনুগ্রহে প্রমুক্ত হয়। অজ্ঞানেও যে ব্যক্তি এই তীর্থ গমন করে, সেও সকল কাম্যবস্তু ও সমৃদ্ধি লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে এবং নিত্য ধনধান্য সমাকুল স্থান লাভ করে। তদ্রূপ, জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও সর্ব্বদা ভোগবান হইয়া পিতৃপিতামহগণকে পর্য্যন্ত নরক হইতে উদ্ধার করে। হে মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! আপনি তত্ত্বজ্ঞ এবং ধর্ম্মানুসারী হইয়াও পুনঃপুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন; অতএব পূর্ব্বকালে ঋষিগণের নিকট যে গুহ্য কথা আমি শুনিয়াছি, তাহাই এক্ষণে আপনার প্রীত্যর্থে বলিতেছিঃ—পঞ্চযোজন বিস্তীর্ণ প্রয়াগের মণ্ডল; ঐ ভূভাগমধ্যে প্রবেশমাত্রই পদে পদে অশ্বমেধ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি তৎপূর্ব্বেই প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে অতীত সপ্তপুরুষ ও ভাবী চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করে। অতএব হে রাজেন্দ্র! এ সকল অবগত হইয়া সর্ব্বদা শ্রদ্ধা পূর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তির হৃদয় পাপবিদ্ধ হয় এবং সে দেবরক্ষিত পরমস্থান প্রয়াগ প্রাপ্ত হইতে পারেনা।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহামুনে! যে ব্যক্তি স্নেহবশে দ্রব্যলোভে বা কামনাবশবর্ত্তী হইয়া প্রয়াগে গমন করে তাহার যাত্রা ফলই বা কিরূপ, আর তীর্থ ফলই বা কেমন হয়? আর কার্য্যাকার্য্য-বিজ্ঞাত, সর্ব্ববস্তু-বিক্রেতা ব্যক্তিরই বা প্রয়াগে কি গতি হয় তাহা বর্ণন করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, যে কোন অনুবন্ধের বশবর্ত্তী হইয়া প্রয়াগে গমন করিলেই যাত্রার ফল হয়। বহু পাপ ও অকর্ম্ম

করিয়াও যে জিতেন্দ্রিয় হইয়া প্রয়াগে প্রবেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হয়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি, শ্রবণ করুন :—পশ্চিম সমুদ্রের কুলে রত্নপাল নামে এক ধনবান, দ্রব্যোপায় বিশারদ, সৌম্য বণিক ছিল; সেই মহামতি বাণিজ্যযাত্রা দ্বারা ক্রয় বিক্রয় করত নানা দ্বীপ হইতে রত্নাদি সমানয়ন করিত। এই বিচক্ষণ বণিক নানা উপায়ে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিল। সুমেরু সমান ধনরত্ন বস্ত্রাদিতে তাহার গৃহ পূর্ণ ছিল। তদৃষ্টে লোকে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ঈর্ষাদগ্ধ হইত। সেই অতি ধর্ম্মাত্মা, সংযতেন্দ্রিয় ও জ্ঞাতিগণের আশ্রয়, মহামতি বণিক মহাদানাদিও করিত। সে সাধুগণের আশ্রয়দাতা, বাগ্মী, যশস্বী ও দাতা ছিল। কিন্তু ঈদৃশাবস্থাতেও পুত্রচিন্তায় অত্যন্ত দুঃখিত থাকিত। বিষয়সুখ তাহার ভালবোধ হইত না। এবং সেই ব্যাকুলতাতে তাহার নিদ্রা হইত না। একদিন তাহার গৃহে এক পরিশ্রান্ত পথিক বিপ্র উপস্থিত হইলেন। বিনীত বণিক বিপ্রের পূজা করত, পদে পতিত হইয়া সন্তপ্ত হৃদয়ে আপন সন্তান কারণ নিবেদন করিল। ঐ দ্বিজসত্তম বৈশ্যের দুঃখ বার্ত্তা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং কৃপা পরবশ হইয়া চিন্তা করত বলিতে লাগিলেন;—"আদান প্রদান দ্বারা ঋণসমাশ্রিত হইয়া সুত জন্মে; কিন্তু তোমার কিছু মাত্র দাতব্য বা গ্রহীতব্য নাই; অতএব, হে বিটপতে! কোন সম্বন্ধে তোমার পুত্র জন্মিবে? মোহপ্রাপ্ত হইয়া কিজন্য চিন্তা-সন্তপ্ত হইতেছ? কেন মায়াযুক্ত হইয়া এই সকল বহু প্রকার কষ্ট অনুভব করিতেছ? কে কাহার পিতা, কে কাহার ভ্রাতা, কে কাহার পুত্র? সকলেই এই অনাদি সংসারে আপন কর্ম্ম দ্বারা

ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। তীব্রা, পরমমোহিনী, ভগবতী মায়া অতিক্রম করিতে,--বিশেষতঃ বলপূর্ব্বক, কোন্ ব্যক্তি সমর্থ হয়? যাঁহার প্রসাদে ও সদনুগ্রহে এই সংসার তরা যায়, সেই ভগবান বাসুদেবকে নমস্কার। অহো, বৈশ্যকুলশ্রেষ্ঠ! আমার পরম বচন শ্রবণ কর! যদি পুত্রফলে ইচ্ছা থাকে, তবে হে ধর্ম্মত্মান্! প্রয়াগে গমন কর—যাঁহার প্রসাদে মানব সকল প্রকার কাম্য লাভ করিতে পারে। সম্প্রতি মাঘ মাসে বৃশ্চিকস্থ দিবাকর নিকটে আসিয়াছে, এইমাসে যে প্রয়াগে স্নান করে, তাহার মোক্ষ অতি নিকট: সুতরাং তাহার আর পুনরায় কি কামনা? বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হয়। আমিও সম্প্রতি তথায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমিও আগমন কর; তাহা হইলে জগদীশপ্রসাদে অবশ্য তোমার পুত্র লাভ হইবে।" উক্ত রত্নপাল এই কথা শুনিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া উদ্ধার করুন। অতঃপর রাজর্ষি বৈশ্যের সঙ্গে বিধিমত অনুযাত্রা করিলেন এবং শুভদিনে শুভলগ্নে প্রয়াগাভিমুখে যাত্রা করিলেন। হে নৃপ! অতঃপর ঐ দীনপালক সদাগর দ্বিজের সহিত দেড় মাস প্রয়াগে অবস্থিত থাকিয়া উত্তম বিধিমত সমস্ত কার্য্য করিলেন; যাত্রা ও স্নানদানাদি দ্বারা পুত্রকাম সুব্রত করিলেন। অতঃপর সেই দ্বিজোত্তম, বণিককে কৃপা করিয়া বিধি পূর্ব্বক পুনরায় মাঘস্নান করাইলেন। বণিক সুসংস্কার করত মাঘস্নান করিয়া দেবাদি পূজন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া দক্ষিণাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে তুষ্ট করত, দ্বিজের অনুমতি লইয়া স্বদেশে গমন করিলেন। অতঃপর, তীর্থরাজ প্রভাবে তাহার পত্নী শুচিব্রতা হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ভ-

ধারণ করত আপন পতিকে সন্তুষ্ট করিল। উক্ত গর্ভ শুক্ল পক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কালক্রমে তাঁহার এক সুখাবহ পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। বুদ্ধিমান রত্নপাল দ্বিজগণকে আহ্বান করত সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন, এবং সুব্রত, বেদবিৎ, কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞ, বুদ্ধিমান দ্বিজগণকে আহ্বান করত জাতক কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে হৃষ্টচিত্তে ধন, রত্ন, গাভী প্রভৃতি দান করত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন; বন্দিগণের ঋণ পরিশোধ করত মুক্ত করিলেন; দীন অনাথ ও পঙ্গুগণকে অন্নাদি দ্বারা তুষ্ট করিলেন। এই প্রকারে নামকরণাদি অন্য সমস্ত কার্য্যও আনন্দের সহিত সম্পন্ন করিয়া পুত্রের বিবাহ দিলেন। প্রতিদিন পুত্রদর্শন করিয়া তাঁহার স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। নির্ধনের ধনাগমের ন্যায় স্বর্গানন্দাপেক্ষাও আনন্দ হইতে লাগিল। এইরূপ ধনধান্যসংযুক্ত গৃহে আসক্ত হইয়া ধনপতি রত্নপাল নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ কতকাল সুখ ভোগের পর রত্নপালের কাল পূর্ণ হইল। তাহার পুত্র দশদানাদি দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করিল। ধার্ম্মিক, বিনয়ী সৎকর্ম্মনিরত, বক্তা, দাতা, গুণপ্রিয়, বান্ধবগণের প্রিয়, সতত প্রিয়ভাষী ও পিতৃভক্ত পুত্র পিতার সন্তোষার্থে দ্বিজগণকে ধনদান করত পিতার কার্য্য সম্পন্ন করিল। অতঃপর অবিমুক্ত প্রয়াগ ও গয়াধামে যাইয়া তথায় যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃকার্য্য সমাধা করিল। তথাকার দেবালয়ে পূজনার্থ ধনদান করিল। পুত্র ও পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া নানাবিধ রাজসুখ উপভোগ করিতে লাগিল; গায়ক ও বাদকগণ সহ স্বয়ংও গীতবাদ্যাদিতে রত হইল, সখিগণ

ও বণিতাগণসহ আনন্দ ক্রীড়াদিতে প্রবৃত্ত হইল, সর্ব্বদা চন্দনাদি গন্ধ চর্চ্চিত হইয়া বীণাবাদন তদ্বস্তু হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে স্বধর্ম্ম-বিমুখ হইয়া অতঃপর বেশ্যা ও পানাসক্ত হইয়া পড়িল; ক্রমে অল্পবুদ্ধি হইয়া দ্যূতক্রীড়াসক্ত ও সৎসঙ্গ রহিত হইয়া নানাবিধ দুর্ব্যসনযুক্ত হইল। তথায় রূপবতী নামে এক অতি সুন্দরী বেশ্যা বাস করিত; তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া সকল রত্নদ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিতে লাগিল। এইরূপে পিতার সঞ্চিত ধন ব্যয় করাতে রূপবতীও তাহার প্রতি আসক্তা হইল। পরস্পর দাম্পত্যের ন্যায় প্রেম বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর ক্রমশঃ নির্ধন হইয়া পড়াতে শোকপরায়ণ হইল ও দৈন্যাবস্থায় পতিত হইয়া লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। রূপবতীও তাহার এরূপ অবস্থা দৃষ্টে চিন্তিতা ও শোকান্বিতা হইল। কিন্তু বণিকপুত্রকে নানাপ্রকারে আশ্বাস দিয়া বলিল,—"হে কান্ত! চিন্তা পরিত্যাগ কর। আমার যে কিঞ্চিৎ ধন আছে এবং তোমার প্রদত্ত যে ধন আমার গৃহে আছে, সে সমস্তেরই তুমিই অধিকারী; আমি উহার রক্ষিকা মাত্র, আমি তোমার নিতান্ত অনুগতা দাসী, সুতরাং তুমি ঐ সকল ধন আবশ্যক মত লইয়া ক্রয় বিক্রয়াদি দ্বারা পুনরায় বহু ধনপতি হইতে পারিবে; কিজন্য দৈন্যতা করিতেছ?" বণিক পুত্র এই সকল কথা শুনিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অধোমুখ হইয়া বসিয়া রহিল। রূপবতী খাদ্য দ্রব্যাদি ও বস্ত্রাদি অতি সমাদরের সহিত বণিকের গৃহে পাঠাইয়া দিল। ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যের জন্য বহুবিধ ধনও পাঠাইয়া দিল। বণিকপুত্র ও লজ্জা ত্যাগ করত ব্যয়-পরাঙ্মুখ হইয়া পুনরায় পূর্ব্বের মত ক্রয় বিক্রয়াদি কার্য্যদ্বারা ধন বৃদ্ধি

করিতে লাগিল, এবং রূপবতীর সহ পুনরায় নানা সুখ ভোগ করিতে লাগিল। অতঃপর রূপবতী নিজের ও বসুপালের বয়স হইয়াছে দেখিয়া, তীর্থযাত্র ভিলাষিণী হইয়া বসুপালকে বলিল,—"আমরা বহুকাল ক্রীড়া করিয়াছি, বহুবিধ পাপও করিয়াছি; এক্ষণে যৌবন বিগত হইয়াছে, সে সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। এখানকার বহু লোক সপ্তপাতক-নাশন তীর্থরাজ প্রয়াগগমনে উদ্যত হইয়াছে, আমরাও যাইব; অতএব উহার উদ্যোগ কর। তোমার যদি শ্রদ্ধা হয় তবে শকট যোজন কর, তথায় বাণিজ্যও হইতে পারিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে নৃপ! উহারা এইরূপ নিশ্চিত করিয়া শকটোপরি নানা উপকরণও নানাদ্রব্যাদি লইয়া স্বজনগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে প্রয়াগ যাত্রা করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মাঘাবধি স্নান গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে স্নান ও উদ্যাপনাদি করত ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বহুদানাদি করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। এবং কিয়ৎকাল তথায় বাস করিয়া পুনরায় নিজগৃহে আগমন করিল। অতঃপর কালক্রমে বৃদ্ধ বয়সে দেহত্যাগ করিল। এবং প্রয়াগ স্নানের মাহাত্ম্যে নিষ্পাপ হইয়া দিব্যরত্ন বিভূষিত কাঞ্চননিন্দিত শোভাযুক্ত সুন্দর বিমানারোহণে স্বর্গে গমন করিয়া নানাভোগ সমন্বিত হইয়া গন্ধর্ব্বাপ্সরাগণ সহ রমণীয় দেবোদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিল। অতঃপর পুণ্যভোগান্তে উক্ত বৈশ্য কোশলাধিপতির পুত্র হইয়া ভূমিতলে জন্ম গ্রহণ করত বসুদান নামে বিখ্যাত হইল। রূপবতীও জনকের কুলে বৈদেহীরূপে জন্ম গ্রহণ করিল। এবং উভয়ের পরস্পর বিবাহ হইয়া পৃথিবীতে স্বর্গসুখভোগ করিতে লাগিল। রূপবতী

সুলক্ষণযুক্তা, পতিব্রতা-গুণান্বিতা হইয়া স্বামীসহ সুখে বাস করিতে লাগিল। বসুদান ও সমুদ্রান্ত পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়া রূপবতী সহ নানারূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। এবং ব্রাহ্মণগণের ধনদাতা, ধর্ম্মাত্মা, সত্যবাদী, দেব ব্রাহ্মণ প্রতিপালক ও দ্বিজগণের শীত নিবারক হইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। রূপবতী তাহার জ্যেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠা ও প্রিয়া স্ত্রী হইয়া দানপুণ্য- রতা ও স্বামীর অনুবর্ত্তিণী হইয়া অতিথি ও ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা পূজা এবং দেবার্চ্চনা ও গোসেবাতে রত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। উক্ত প্রমদ্বরা ক্রমে পাঁচপুত্র ও তিন কন্যা প্রসব করিল। সেই ব্রতকারিণী ও সুশীলা স্ত্রী, দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করত নিত্যপূজার জন্য সাদরে অনেক সমৃদ্ধ গ্রাম দান করিল। আর উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজাও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মনোরম সুখভোগ করিতে লাগিল। একদা স্ত্রীগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া নর্ম্ম ক্রীড়া করিতে করিতে, উক্ত বুদ্ধিমান রাজা, আপনাকে জরাগ্রস্ত বুঝিতে পারিয়া, লোকরঞ্জক, সর্ব্বজন-প্রিয় ও প্রজানুরাগী পুত্রবর্গকে কার্য্যোপযোগী দৃষ্টে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত পুত্রদিগকে রাজ্য সমর্পণ করিতে মনস্থ করিল। একদিবস উক্ত ধীমান সস্ত্রীক উপবিষ্ট থাকিয়া মহাদ্যুতিযুক্ত মুনিগণকে আগমন করিতে দেখিয়া, সভাসদসহ সহসা গাত্রোত্থান করত সত্বর ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং পূজা ও স্বাগতাভিনন্দন করত আসনোপরি উপবেশন করাইলেন। অতঃপর নানাকথা কহিতে কহিতে মুনিগণ রাজার পূর্ব্ব-জন্মকৃত প্রয়াগাদি তীর্থ যাত্রাদির বিষয় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াতে

রাজাও সন্তুষ্টচিত্তে পুনরায় পূর্ব্বকৃতরূপ তীর্থাদি কামতে মনস্থ করিয়া মুনিগণকে বলিতে লাগিলেন "আমিধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন ও দান, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধও সন্তানোৎপাদনাদির দ্বারা পিতৃগণকে তুষ্ট করিয়াছি, সম্যকপ্রকারে প্রজাপালনও করিয়াছি, এক্ষণে এই গজাশ্ব-রথযানাদিসংযুক্ত, প্রভূত ধন-ধান্য-সমন্বিত, মহা-পরাক্রান্ত, নিষ্কণ্টক রাজ্য মন্ত্রিগণের সম্মতি অনুসারে, পুত্রগণকে দান করিতে ইচ্ছা করিতেছি; এক্ষণে আপনাদিগের অভিমতি সাপেক্ষ; কারণ রাজা ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞানুসারে যে কার্য্য করে তাহা সফল হয়।" মুনিগণ বিনয়াবনত রাজার এইরূপ বাক্য শুনিয়া, বলিলেন "আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা তুমি স্বয়ংই বলিলে। তদ্ব্যতীত প্রয়াগতীর্থযাত্রার কথা তাহাও তুমি মনে চিন্তা করিয়াছ; অতএব পুত্রকে রাজ্য দিয়া তুমি সত্বর প্রয়াগ যাত্রাকর। তোমার তীর্থ যাত্রা মঙ্গলময় হউক। হে ধরাপতে। আমাদিগের যেকার্য্য সাধ্যায়ত্ত আমরা তাহা সাধন করিব" এই কথাবলিয়া মুনিগণ যথাস্থানে গমন করিলেন। অতঃপর নিরহ, কৃতাত্ম রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টচিত্তে অন্তঃপুরে গমন করিলেন। এবং নির্ম্মল, নিস্পৃহ, শান্ত-চিত্তে কৃচ্ছ্র ব্রতাদিযুক্ত হইয়া ত্রিসন্ধ্যা স্নান দ্বারা বিশুদ্ধ কলেবর হইলেন। কালে দেহত্যাগ করিলেন। সমান ব্রতকারিণী, পতি ব্রতপরায়ণা রাজ্ঞীও পতির অনুগমন করিলেন। প্রজাপতি-পতি ব্রহ্মা বিমান পাঠাইয়া তাহাকে স্বপদে লইয়া গেলেন, তথায় রাজা নানাভোগ সমন্বিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। রাণীও দিব্যালঙ্কার বিভূষিতা হইয়া তাঁহার সহচরী হইলেন। হে রাজ সত্তম, প্রয়াগের এই মহাদ্ভুত প্রভাব কথিত আছে। প্রসঙ্গ-

ক্রমেও ঐ স্থানে গমন করিলে নর দুর্লভা গতিপ্রাপ্ত হয়। এই গুহ্য কথা আজ আপনাকে বলিলাম।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

—(*)—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে তপোধন, আজ আমার জন্ম সফল, আজ আমার কুল তরিয়া গেল; আপনাকে দর্শন করিয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। আজ আপনার অনুগ্রহে আমি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইলাম। হে মুনে, আপনাকে দর্শন করত আমার মানস পবিত্র হইল। হে ব্রাহ্মণ! অদ্য আমার চিত্তশুদ্ধ ও বিমল মতি হইল।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই সুব্রত শ্রবণ করিয়া আপনার বিমল বুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে ও আপনি নির্ম্মল হইয়াছেন। এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন জিজ্ঞাসা করুন তাহা বলিতেছি।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, যমুনাস্নান করিলে কিপুণ্য ও কি ফল হয় তাহা সবিস্তার, কৃপাপূর্ব্বক আমায় বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, এই তপনসুতা দেবী (যমুনা) ত্রিলোকে বিখ্যাতা; হে মহাভাগ, যমুনা নিম্নগামিনী হইয়া আগমন করত যেস্থানে গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন, সেই স্থান স্মরণ বা কীর্ত্তন করিলেও সর্ব্বপাপক্ষয়

হয় ; এবং সেইস্থানে স্নান ও জলপান করিলে ক্ষণমাত্রে লোক নিষ্পাপ হয়। আর গঙ্গারসহিত মিলিত হইয়া যে স্থানে সরস্বতীর সহিত মিশিয়াছেন তথায় ও তদ্রূপ শুভই হইয়া থাকে। সেই স্থানই পরমোত্তমা বেণী নামে ত্রৈলোক্যে বিখ্যাত। সেইস্থান পাপরূপ কাষ্ঠের দাবানল ও পাপরূপবৃক্ষের কুঠার স্বরূপ। হে রাজন্! সেই পাপহারিণী, স্বর্গদ্বারের কুঞ্চিকা স্বরূপ হইয়া বেণী রূপে বিরাজিতা। উক্তবেণীই মোক্ষ, লক্ষ্মী, হিরণ্য ও মুক্তিদাত্রী। তথায় স্নান ও জলপান করিলে সপ্তকুল পবিত্র হয়। যে নর তথায় প্রাণত্যাগ করে সে পরমাগতি প্রাপ্তহয়। তথায় সূর্য্যসুতার (যমুনার) জলে স্নান করিয়া অন্যত্র মৃত্যু হইলেও সে সূর্য্যলোকে গমন করত নানা সুখ ভোগকরে। আর তথায় যাহার মৃত্যু হয় সে পরমাগতি প্রাপ্ত হয়। যমুনার দক্ষিণ তটে "অগ্নিতীর্থ" অবস্থিত ; তথায় স্নান করিলে মানব অগ্নি লোক প্রাপ্ত হয় তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পশ্চিমে (যমুনার) নরক নিবারক "ধর্ম্মরাজ" তীর্থ, তথায় স্নান করিলে নর স্বর্গে যায়, আর যাহার তথায় মৃত্যু হয় তাহার পুনর্জন্ম হয় না। উহার (ধর্ম্মরাজের) পশ্চিমে "বীরতীর্থ", হে ভূপতে, তথায় স্নান করিলে মানব সদা শৌর্য্য ও বৈর্য্যযুক্ত হইয়া বিজয় প্রাপ্ত হয় ও বীরলোকে গমন করে। যমুনার দক্ষিণ তটে শ্রীমান "বিষ্ণু মাধব" অবস্থিত ; তাহার নিম্ন ভাগে "বিষ্ণু তীর্থ," তথায় বিধানানুসারে স্নান করত ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীমাধবের পূজা করিলে বিষ্ণু লোক প্রাপ্ত হয় এবং প্রাণত্যাগ করিলে পুনজন্ম হয় না। উহার পূর্ব্বভাগে "সোমতীর্থ" তথায় সোমেশ্বরের পূজা করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে সোম, শ্রীশম্ভুর লিঙ্গ স্থাপন করত সহস্র বৎসর

তপস্যা করিয়া রাজযক্ষ্মা রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং শম্ভুর অনুগ্রহে পূর্ব্ববৎ নিজদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে লোক রোগমুক্ত হয় ও দিব্য কলেবর ধারণ করত শিবলোকে গমন করে ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার পূর্ব্বদিকে "কুবের তীর্থ," তথায় স্নান করিলে লোক স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। সোমতীর্থের পশ্চিমে "সূর্য্যতীর্থ" তথায় স্নান করিলে নর সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। উহার পশ্চিমে পরম-পাবন বারুণ তীর্থ, হে রাজন, তথায় স্নান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। উহার পশ্চিমে ত্রিলোক বিখ্যাত "বায়ুতীর্থ," তথায় স্নান করিলে বায়ু পীড়া হয় না। যমুনার উত্তরে "গোতীর্থ," তথায় স্নান করিলে লোক গোলোকে গমন করে ইহাতে সন্দেহ নাই। উহার পূর্ব্বভাগে "ত্রিলোক বিখ্যাত আদিত্যতীর্থ," সেই স্থানে আদিত্যগণ তপ করিয়াছিলেন, এবং দ্বাদশাদিত্য ও দেবগণ প্রজাপতির উপাসনা করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে মানব নষ্টশ্রী পুনঃ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর "নিরঞ্জন তীর্থ," যে স্থানে বাসবসহ দেবগণ নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন; এবং মুনিগণ সদৈব এই পুণ্যতীর্থ সেবা করিয়া থাকেন। ভরদ্বাজ এই স্থানেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই সনাতন বিষ্ণু বেণীমাধব নামে অবস্থান করিতেছেন, এবং লোকানুগ্রহ হেতু নিরূপ হইয়াও বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া নরের পাপ হরণ করিতেছেন; তথায় পরমপাবনী লক্ষ্মী বিমলা নামে অবস্থিতা হইয়া ভক্তগণকে ইষ্টদান করিতেছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে নর সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইনিই (বেণীমাধব) এই প্রয়াগের তীর্থরাজ; এই কারণেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দেবত্রয়

তথায় অধিষ্ঠান করিতেছেন। এই জন্যই প্রয়াগ তীর্থ মধ্যে পরম তীর্থ ও সর্ব্বতীর্থাশ্রয়েরও আশ্রয় হইয়া নরগণের পাপহারী হইয়াছেন। তীর্থরাজ আশ্রয় করিলে সর্ব্বপাপ দূর হইয়া লোক শুদ্ধ হয়। সকল তীর্থে যে পাপ সঞ্চিত এবং বর্ষকাল যত পাপই হয়, প্রয়াগে মাঘ স্নানে সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। অতএব, হে রাজন! তথায় গমন করত শ্রদ্ধার সহিত স্নান করুন। অন্যান্য যত বহুতীর্থ সকলই তথায় আছেন; সুতরাং এই এক স্থানে স্নান করিলেই ত্রিদিব লাভ হয়। তথায় মৃত্যু হইলে নরের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। গঙ্গাও যমুনা উভয়েই তথায় তুল্য ফল প্রদান করেন। সরস্বতীও গুপ্ত ভাবে তথায় মিলিতা হইয়াছেন আর ঋষিগণের তপস্যার ফলে ব্রহ্মপুত্র ও তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং ত্রিলোকস্থ সকলেই সদা প্রয়াগের সেবা করিতেছেন। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী যে স্থানে ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন দেবগণ, পিতৃগণ, সর্ব্ববেদ ও ঋষিগণ মিলিত হইয়া যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহার মাহাত্ম্য কে বর্ণন করিতে পারে? সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াও কেহ শেষ করিতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্মা যে স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, কুণ্ডত্রয়ের মধ্যস্থলে সেই বেদী প্রতিষ্ঠিত; অতএব পণ্ডিতগণ প্রয়াগের সেই স্থান অলর্কপুরের ন্যায় দক্ষিণাগ্নি স্বরূপ বলিয়াছেন। উহারই মধ্যস্থলে গঙ্গাও যমুনা নদী আগমন করিয়াছেন এবং বেদী মধ্যে দীপ্তরূপ ধারণ করত যাবৎ অবস্থিতি করিতেছেন তাবৎ পাপ হরণ করিতেছেন। যে স্থানে সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন তথায় যে কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বিচার করিয়া দেখুন। যে প্রাতরুত্থান করত ইহা

(প্রয়াগ মাহাত্ম্য) পাঠ বা শ্রবণ করে সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া স্বর্গ লোকে গমন করে।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম, আমি শুনিয়াছি ব্রহ্ম সম্ভব পুরাণে ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবীতে সহস্র, অযুত, অর্ব্বুদ, তীর্থ আছেন, সে সকলই পুণ্যজনক ও সর্ব্বপাপ বিনাশক। পৃথিবীতে নৈমিষারণ্য ও অন্তরীক্ষে পুষ্কর অনন্ত-পুণ্যজনক; তদ্ব্যতীত কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, দ্বারকা, মথুরা ও অযোধ্যাদি সকলেই পাপহারী; আপনি সে সমস্ত পরি-ত্যাগ করত কেবল মাত্র প্রয়াগেরই অধিকরূপে প্রশংসা করিতে-ছেন কেন? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করাতে অন্যতীর্থে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইতেছে। তথায় (প্রয়াগে) সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমা গতি, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং অল্লায়াসে মহাপুণ্য হয় এ বিষয়ে আমার মহা সংশয় হইতেছে। আপনি চিরজীবী হইয়া বহু দেখিয়াছেন ও বহু শুনিয়াছেন। আপনি বেদ-তত্ত্বার্থবিৎ ও পুরাণ-প্রদর্শক, অতএব মূল প্রমাণাদি প্রদর্শন করত আমার এই সন্দেহচ্ছেদ করুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভূপতে! ইহাতে সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা করিবেন না, অশ্রদ্ধা করিলে তীর্থ ফল সম্যক্ পাওয়া

যায় না। হে মহামতি রাজন, আমার বাক্যেও আপনার অশ্রদ্ধা হইতেছে? আমার বাক্যই মূল শ্রুতি। যে স্থানে শ্বেত কৃষ্ণ * শ্রেষ্ঠ সরিৎ-দ্বয়ের সম্মিলন হইয়াছে তথায় স্নান এবং শরীর ত্যাগ করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় ও শ্রবণ করিলেও ফল হয়। উহা স্বর্গ পথের সোপান ও পৃথিবীর মোক্ষ দাতা। যে স্থানে বেণী সর্ব্বদাই কামনার সদন স্বরূপ হইয়া সুখদাত্রী হইয়াছেন, সেই সুখাস্পদ ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রতি কাহার সন্দেহ হইতে পারে? সর্ব্ববেদ দর্শী, পুরাণার্থ প্রকাশক নারদাদি দেবর্ষিগণ, সনকাদি যোগীগণ, কপিলাদি সিদ্ধগণ, কশ্যপাদি মহর্ষিগণ, মরীচ্যাদি ব্রহ্মর্ষিগণ সকলেই প্রয়াগের সেবা করিয়াছেন। জামদগ্নি, ভরদ্বাজ, লোমশঃ, পাচাশয়, মৈত্রেয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কবচ, ঋষ্যশৃঙ্গ, আরুণ, শুক প্রভৃতি সকলেই তথায় বাস করিতেছেন। জম্বুমার্গ নিবাসী, নৈমিষারণ্যবাসী, সৈন্ধবারণ্যবাসী, দণ্ডকারণ্যবাসী, কলাপগ্রামবাসী ও অন্যান্য মহর্ষিগণ সকলেই প্রয়াগে গমন করত তীর্থ সেবন করিয়াছেন। সেই তীর্থরাজের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে কে পারে? আর কাহারই বা সংশয় হইতে পারে? মনুষ্য বা কোন জীবের কোন শরীরাংশও যদি এইস্থানে পতিত হয় তবে সে দারুণ নরক হইতেও নির্গত হইয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাঙ্গে ক্লেদযুক্ত হইয়াও যদি বেণীজলে অবগাহন করে সেও স্বর্গে গমন করে। হে ভূপতে! এবিষয়ে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিতেছি শ্রবণ করুন। পুরাকালে বিন্ধ্যপর্ব্বতে পক্ষিমৃগান্তক, দুষ্টচেষ্টিত, লুণ্ঠনকারী এক ব্যাধ বাস করিত। সে পথ পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকিয়া পথিকগণের গমনাগমন

* গঙ্গাজল শ্বেত ও যমুনা জল কৃষ্ণবর্ণ।

অবগত হইলেই অকস্মাৎ তাহাদিগকে লুণ্ঠন করত চলিয়া যাইত। এই অতি নিষ্ঠুর, পাপকর্ম্মা তস্কর এই প্রকারে বহু মনুষ্য ও নানা-বিধ জীব হত্যা করিত। এক দিবস ধনুর্ব্বাণ সহ মৃগয়া করিতে করিতে শ্রমাতুর হইয়া মহারণ্যে প্রবেশ করত এক ব্যাঘ্রের সম্মুখে পতিত হইয়া ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল। যমদূতগণ তথায় গমন করত তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া লইয়া গেল। এবং ঘোর নরকে ফেলিয়া বহুবিধ পীড়ন করিতে লাগিল। ব্যাধ দারুণ যাতনায় অস্থির হইয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে কুম্ভীপাক, তপ্ততৈল, কাণপৃষ্ঠ, সূচীমুখ, অসিপত্র শাল্মলিক এবং পূয, শোণিত, কর্দ্দম প্রভৃতি ঘোর রৌরবে পতিত হইয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত অশেষ যম যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। অতঃপর কয়েকজন ধার্ম্মিক কার্পটিক উক্ত ব্যাধের গ্রামের নিকট দিয়া যাইতেছিল। তাহারা উক্ত গ্রাম অতিক্রম করত কিয়দ্দূর গমন করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া তাহাদের দ্রব্যাদি পার্শ্বে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। এক জন কার্পটিক তাহার পিতার অস্থি লইয়া যাইতেছিল। সে মনে করিল যে তাহারা যেস্থানে রাত্রিবাস করিয়াছিল তথায় হয়ত মূষিক তাহার পিতার অস্থি বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সন্দেহ করিয়া আপন গাঁটরী খুলিয়া অস্থির পুঁটুলি দেখিয়া, পুনরায় তদ্রূপভাবে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। একজন ব্যাধ বৃক্ষোপরি থাকিয়া ঐ অস্থি পুঁটুলি দেখিয়া অর্থের পুঁটুলি মনে করিয়া, কার্পটিকগণ কিঞ্চিৎ নিদ্রাকৃষ্ট হইলে, ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া উক্ত পুঁটুলিটী লইয়া বনমধ্যে চলিয়া গেল। পুঁটুলি খুলিয়া তন্মধ্যে কোন মূল্যবান দ্রব্য না দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে অস্থি ও যে

পাত্রে অস্থি ছিল, ঐ পাত্র ও যে পট্টবস্ত্রে উহা বাঁধা ছিল সেই পট্ট-বস্ত্র ফেলিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। ক্ষণকাল পরে কার্পটিক নিদ্রোত্থিত হইয়া আপন মোটরা খোলা এবং অস্থি পুঁটুলি নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহাকে এইরূপ ক্রন্দন করিতে দেখিয়া এক আগন্তুক ব্যক্তি তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কার্পটিক, তাহার অস্থি পুঁটুলি কে লইয়া গিয়াছে বলায় উক্ত আগন্তুক দ্বিজ তাহাকে বলিলেন, "তোমাদের নিকট হইতে একজন ব্যাধকে আমি যাইতে দেখিয়াছি, হয়ত সেই লইয়া গিয়াছে, অতএব আইস, আমরা তাহার সন্ধান করি।" এই বলিয়া তাহারা সেই ব্যাধের সন্ধানে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনমধ্যে কিয়দ্দূর যাইয়া এক স্থানে কতকগুলি ছিন্নবস্ত্র ও অনেক অস্থি দেখিতে পাইল। তন্মধ্যে তাহার অপহৃত অস্থি পুঁটুলির বস্ত্রাদি দেখিয়া সেই স্থানের সমস্ত অস্থি কুড়াইয়া বাঁধিয়া লইয়া গেল। এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করত কতিপয় দিবসে তীর্থরাজ প্রয়াগে উপস্থিত হইল। তথায় ঐ সকল অস্থি নিঃক্ষেপ করত বিধিপূর্ব্বক স্নানাদি করিল। অস্থি নিঃক্ষেপ মাত্র কার্পটিকের পিতৃগণ মধ্যে যাহারা নরকবাস করিতেছিল, তাহারা স্বর্গে গমন করিল, আর যাহারা স্বর্গে ছিল তাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করিল। হে নৃপ! আমি ইতিপূর্ব্বে যে ব্যাধের কথা বলিয়াছি তাহারও নরক যন্ত্রণা রোধ হইয়া গেল। নরকের অগ্নি আর তাহাকে দগ্ধ করে না, অস্ত্র আর তাহাকে ভেদ করে না, দেখিয়া যমদূতগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যমরাজের নিকট গিয়া সংবাদ দিল। যমরাজ ইহা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন ও চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ইহার

কি সুকৃতি হইয়াছে যে এরূপ হইল? এই পাপীর কিজন্য যাতনা রহিত হইল?" চিত্রগুপ্ত বলিলেন "আমি ত উহার কোনই সুকৃতি দেখি না। এ ব্যক্তি বাল্য কাল হইতে কেবল প্রাণীবধ করিয়াছে, অনেক বিপ্রবধ করিয়াছে, অনেককে লুণ্ঠন করিয়াছে, অনেক ধার্ম্মিক পথিকের ধন চুরি করিয়াছে, গোহত্যা করিয়াছে, ধর্ম্ম বা তপ কাহাকে বলে এ তাহা জানে না। কিজন্য ইহার নরক শীতল ও সুখাবহ হইল?" ইতিমধ্যে পিতামহ ব্রহ্মা উক্ত ব্যাধকে নিজধামে লইবার জন্য স্বজনসহ দিব্য বিমান পাঠাইলেন। তাহারা তথায় যাইয়া ব্রহ্মার আদেশ জ্ঞাপন করিলে, যমরাজ বলিলেন "এই পাপীকে নিজ ধামে লইবার জন্য পিতামহ কেন ব্যগ্র হইয়াছেন?" ব্রহ্ম কিঙ্করগণ বলিলেন "হে প্রভো! ইহার অস্থি বেণীজলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহার পূর্ব্বকৃত পাপ তৎ-ক্ষণাৎ নষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে নিষ্পাপ হইয়া সত্যলোকে গমন করিতেছে। ব্যাঘ্র কতৃক হত হইয়া ইহার অস্থি যেস্থানে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল সেই স্থানে আর এক পথিকের অস্থি পুঁটুলি সমেত ব্যাধ কর্ত্তৃক ধনবোধে অপহৃত ও আনীত হইয়া নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই অস্থিসহ তরন্ত অন্যান্য অস্থিও দ্বিজ কর্ত্তৃক আনীত হইয়া বেণীজলে নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বেণী জল সংস্পর্শে এই ব্যাধ নিষ্পাপ হইয়াছে। এক্ষণে এই ভাগ্যবান বিধাতার আজ্ঞানুসারে পুরস্কৃত হইয়া প্রভুর পার্শ্বে নীত হই-তেছে।" এইরূপ আমীষভোজী, পরম পাপিষ্ঠ ব্যাধের অস্থি বেণী জলে নিমর্জ্জিত হওয়ায় সে পাপহীন ও শুদ্ধ হইয়া দেবলোকে গমন করিয়াছিল।

ইতি শ্রীমৎস্য পুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে অষ্টম অধ্যায়ঃ।

নবম অধ্যায়ঃ ।

—:০:—

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজর্ষে, আরও শ্রবণ করুন, আমি শাস্ত্রপ্রমাণ ও যোগাদি দ্বারা যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাতে সহস্র জন্মের যোগাদি দ্বারাও এরূপ ফল পাওয়া যায় না। বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে বহুদান, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি বহুব্রত, সকল পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ ইত্যাদি বহু কষ্ট-কল্প কার্য্যে যে ফল না পাওয়া যায়, হে রাজেন্দ্র, বেণীজলে স্নান মাত্রেই সেই সকল ত্রিদশ-দুর্ল্লভ ফল লাভ হয়। গুরু মকরস্থ হইলে, মাঘ মাসে মকরস্থ দিবাকরে, সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অতি প্রশস্ত যোগ বহুপুণ্যে পাওয়া যায়। তদ্রূপ যোগ অৰ্দ্ধোদয়ে আরও দুর্ল্লভ। পুরাণজ্ঞগণ বলেন, এই যোগাতি-যোগ অনেক বিঘ্ন-সমাকীর্ণ; উহা অতিশয় পুণ্যগৌরবে পাওয়া যায়। দেবতাগণও স্বর্গে থাকিয়া ইহার বহু যশ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মাঘমাসে বৃহস্পতিবারে, গুরু ও সূর্য্য মকরস্থ ও শ্রবণা নক্ষত্রে, চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলন হইলে, তাহাকে ব্যতিপাত যোগ বলে; এ যোগ বহুপুণ্য সঞ্চিত হইলে পাওয়া যায়। তীর্থরাজপ্রয়াগে ইহার ফল বিশেষ প্রকারে সদ্যই পাওয়া যায়। দেবগণ মনে মনে চিন্তা করেন যে দেব-লোকে থাকিয়া তাঁহাদিগের কি ফল লাভ হইতেছে? বরং পূর্ব্বের সঞ্চিত যাহা ছিল তাহাও ক্ষয় হইতেছে। মনুষ্যলোকে জন্ম হইলে প্রয়াগে যোগস্নান মাত্র-সত্বর যোগদুর্ল্লভ পরম পদ পাইতেন।"

অতএব, হে ভূপাল! আপনিও অমৃতময়, সর্ব্বকামদ প্রয়াগে স্নান করুন, তাহা হইলে আকাঙ্ক্ষিত একমাত্র চতুর্ব্বর্গ সাধনের হেতু হইবে। পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সর্ব্ববর্ণের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা উচ্চ আর কেহ নাই, তদ্রূপ তীর্থ মধ্যে প্রয়াগের তুল্য আর কোন তীর্থই নাই। প্রয়াগ, ব্রহ্ম প্রভৃতি সকল কাম্য বস্তুরই আধার ও পরমাশ্রয় ও সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ। ইতস্ততঃ যত মহচ্চিহ্ন আছে কিছুতেই এরূপ পাপক্ষয় করিতে পারে না। সর্ব্বভূতের মধ্যে ব্রাহ্মণ যে প্রকার মঙ্গলময়, তদ্রূপ সর্ব্বতীর্থের মধ্যে তীর্থরাজই প্রশস্ত। যেমন সর্ব্ব দেবতার মধ্যে ভগবান যজ্ঞ পুরুষ, সকল মন্ত্রের মধ্যে গায়ত্রী, সর্ব্ব যজ্ঞের মধ্যে জপ যজ্ঞ, সর্ব্বতীর্থ মধ্যে প্রয়াগ তদ্রূপ উক্ত হইয়াছে। বেদ মধ্যে সামবেদ যেরূপ, তীর্থ মধ্যে তীর্থরাজ প্রয়াগকে মনীষীগণ তদ্রূপ বলিয়াছেন। যেমন ইন্দ্রিয় মধ্যে মন, বৃক্ষমধ্যে পিপ্পল, নদীমধ্যে গঙ্গা, তীর্থমধ্যে প্রয়াগ তদ্রূপ। বিধাতা সত্যলোকে বসিয়া সর্ব্বদা প্রয়াগ স্মরণ করেন। তজ্জন্যই তিনি নিজরূপ দ্বিভাগ করত একভাগে স্থানুবৎ অচল হইয়া প্রয়াগে বাস করিতেছেন; অতএব, হে যুধিষ্ঠির! ইহাই অনুমান করত বুঝুন যে প্রয়াগ অপেক্ষা অধিক আর কিছুই নাই।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনি যমুনা কূলস্থ সকল তীথের কথাই বলিলেন, এক্ষণে গঙ্গাতীরস্থ তীথের বিষয় বলিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, প্রথমে বটমূলে "সারস্বত" নামক পরম তীর্থ, তথায় স্নান করিলে লোক নিজ সারস্বত ধাম প্রাপ্ত হয়। অত:পর পরম মহান, সিদ্ধিপ্রদ, বিখ্যাত "অত্রি তীর্থ", এই স্থানে অত্রি ও অনুসূয়া, সর্ব্বভূতের কর্ত্তা বিধাতা পরমেশ্বরকে ভক্তি পূর্ব্বক আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তবৎসল ব্রহ্মা, রুদ্র

ও হরিকে আরাধনা করিয়া এই তিনের অংশ-ভূত সোম, দুর্ব্বাসা ও দত্তাত্রেয় এই তিন পুত্র ও মহা প্রাজ্ঞা স্ত্রী লাভ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে পুত্রকাম ব্যক্তি অবশ্য পুত্র লাভ করে। অতঃপর "বৃহস্পতি তীর্থ," সে স্থানে পরাগতি লাভ হয়। বৃহস্পতি দেবগুরু; অতএব যে নর তথায় স্নান করে, সে যে বিদ্যা আকাঙ্ক্ষা করে তাহাই লাভ করে। তারপরই মুক্তিপদ বিশ্বামিত্র মহাতীর্থ, সেস্থানে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও অতিদুর্লভ ব্রাহ্মণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে নর গায়ত্রীজপ ফল প্রাপ্ত হয়। অতঃপর "শক্র তীর্থ" তথায় গমন করিয়া স্নান করত পিতৃপিতামহাদির তর্পণ করিলে, তাঁহারা সত্বর ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। এই স্থানেই সহস্রলোচন, গৌতম-শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব তথায় স্নান করিলে লোক গম্যাগম্যাগমনের পাপ ও অন্য সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে বিচরণ করে। অতঃপর সর্ব্বফলপ্রদ দশাশ্বমেধ তীর্থ সেইস্থানে ব্রহ্মা দশবার দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন, এই পুণ্যপ্রদ, সর্ব্বকামফলপ্রদ তীর্থে মানব বিধিপূর্ব্বক স্নান করিলে যজ্ঞ-ভ্রষ্ট জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর তথায় প্রাণত্যাগ করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করে।

অতঃপর (গঙ্গার) পূর্ব্বকূলস্থ তীর্থের কথা বলিতেছি। প্রথমতঃ "এল" তীর্থ যে স্থানে রাজা পুরুরবা আপন কুরূপ উৎসর্গ করিয়া অচ্যুত সুরূপ হইয়াছিলেন; হে রাজন্ তথায় স্নান করিলে লোক নিশ্চয় সুরূপ হয়। অতঃপর "নল তীর্থ" সে স্থানে বীরসেনসুত ধীমান পুণ্যশ্লোক (নল) রাজা আপন রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিলে নিজের এবং পরের হৃত

রাজ্য লাভ হয়, এবং সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ও কলিদোষ ঘটে না। অতঃপর পরম পাবন "উর্ব্বশী তীর্থ," সেস্থানে উর্ব্বশী শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করত পুনরায় আপন স্থান প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। হে নৃপ! তথায় স্নান করিলে লোক উত্তম "উর্ব্বশী লোক" প্রাপ্ত হয়। তৎপর ত্রিলোক বিখ্যাত " অরুন্ধতী তীর্থ", সেস্থানে স্নান করিয়া মুনিগণ উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর " যজ্ঞতীর্থ", তথায় স্নান করিয়া লোক সর্ব্বযজ্ঞ ফললাভ করে; এবং তথায় দেহাবসান হইলে ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হয়। অন্যান্য শত সহস্র তীর্থ, তীর্থ রাজের আশ্রয়ে থাকিয়া যে কত মহাফল প্রদান করিতেছে তাহার মহিমা কে বলিতে পারে?

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগমাহাত্ম্যে নবম অধ্যায়ঃ।

দশম অধ্যায়ঃ।

—:•:—

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মহামুনে! প্রয়াগে পুণ্য করিলে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় বলিলেন, কিন্তু তথায় যদি কেহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ করে তবে সে কি গতি প্রাপ্ত হয় তাহা বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, তথায় পুণ্য করিলে যেরূপ মহাফল হয়, পাপ কর্ম্ম করিলেও তাহার তদ্রূপ মহৎ ফলই হইয়া থাকে। তৈল বিন্দু জলে নিঃক্ষেপ করিলে যেরূপ উহা সকল জলে ব্যাপ্ত

হয়। তীর্থরাজে পাপ করিলেও সেই রূপ অত্যন্ত দুস্তর হয়। সে নরকে পতিত হইয়া বিষম যম যাতনা ভোগ করে। তীর্থে পাতক করিতে নাই, এই নিয়ম পালন করিবে; এবং এরূপ সাবধানে চলিবে যে পাপ না হয়। তীর্থে পাপকারীর অনেক যুগ পর্যান্ত নিষ্কৃতি নাই। সাধারণতঃ পুণ্যকারী স্বর্গে যাইবে ও পাপ-কারী নরকে যাইবে; আর যদি সেই পাপ তীর্থে করে তবে উহা (নরক) অক্ষয় হইবে; অতএব পাপ করিতে হইলে তীর্থের বাহিরে যাইবে। লোকে তীর্থে, যেমন যেমন পাপ করে, তেমনি তেমনি তাহার অধোগতি হয়, যুগান্তেও তাহার নিষ্কৃতি হয় না; সুতরাং তীর্থে পাপ পরিত্যাগ করিবে। কামাতুর পশু যেমন একমাত্র মাতাকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ পাপ কর্ত্তাও একমাত্র প্রয়াগ ত্যাগ করিবে। *

অন্যত্র যে পাপ করে প্রয়াগে তাহার মুক্ত হয়, আর প্রয়াগে পাপ করিলে উহা বজ্রলেপ সমান হয়। শত প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার ক্ষয় হয় না।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, প্রয়াগের পাপ কি উপায়ে মুক্ত হয় আপনি যেরূপ শুনিয়াছেন তদ্রূপ বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে রাজন, আপনি লোকোপকার হেতু উত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি ব্রহ্মার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদ্রূপ বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে যুধিষ্ঠির! জ্ঞানে বা অজ্ঞানে প্রয়াগে যে পাপ হয় তাহার যে প্রকারে নিষ্কৃতি হয় তাহা শ্রবণ করুন, এই স্থানে অজ্ঞানে পাপ করিলে তথায়, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি নানাবিধ ব্রত, মাঘস্নান ও তিলমাত্র দান, জপ, হোমাদি করত

* প্রয়াগে পাপ করিবে না।

অনুতাপ করিলে উহা ক্ষয় হয়। আর জ্ঞানকৃত পাপ হইলে পাপ-কর্ত্তা করীষাগ্নি প্রবেশ, প্রায়োপবেশন, কিম্বা বেণীজলে প্রবেশ করত সদ্য দেহাবসান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে বিপ্র, আপনার মুখে এসকল কথা শুনিয়া আমার মহা সংশয় দূর হইল, আপনার সন্নিধান পাইয়া আমার মন অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছে. এক্ষণে, হে ভৃগুসত্তম! আর এক বিষয় আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। 'দান' কি 'তপস্যা', কোন্ কার্য্যের দ্বারা স্বর্গ পাওয়া যায়? দান, ব্রত, তীর্থ, ইষ্টাপূর্ত্ত, বিপ্র-ভোজন, জপ, হোম, দেবপূজা, ব্রাহ্মণ-পূজন ও তর্পণ ইত্যাদির ফলের তারতম্যই বা কি, তাহাই বলুন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে ভূপতে! আপনি যত বলিলেন সকলই স্বর্গ লাভের কারণ। যদি পাপ না করে, তবে এ সকল কার্য্যেই স্বর্গলাভ হয়। আর পাপ করিলে পুণ্য লব্ধ স্বর্গেও প্রতিবন্ধক হয়। দান দ্বারা ভোগ পাওয়া যায় এবং দানেই লোক সুখী হয়। যে বস্তু দ্বিজগণকে দান করা যায়, তাহা স্বর্গে ভোগ পাওয়া যায়। অতএব তীর্থে, আপন শক্তি অনুসারে, সৎপাত্রে দান করিবে। যে যে বস্তু ইহলোকে প্রিয়তম, সেই সেই বস্তু দ্বিজগণকে দান করিবে। অন্ন, বস্ত্র, গো, অশ্ব প্রভৃতি যে সকল বস্তু দ্বিজগণকে দান করিবে, স্বর্গে তাহা ভোগ হইবে, আর না করিলে হইবে না। ইহার উদাহরণ স্বরূপ এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি:—পুরাকালে ভরতবংশে শ্বেতকেতু নামে এক ধর্ম্মাত্মা, সংযতাত্মা, দাতা, ব্রাহ্মণ-পূজক, যজ্ঞশীল, প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। সেই মহামনা রাজা, দ্বিজগণকে গো, ভূমি,

হিরণ্য, বস্ত্র, বস্ত্র, গজ, অশ্ব ইত্যাদি বহুপ্রকার দান করিতেন। বহুকাল পরে রাজা কালবশাগত হইলে, দিব্যবিমানারোহণে ব্রহ্ম-পুরে গমন করিলেন। তথায় রমণীয় উদ্যানে গীয়মান গন্ধর্ব্বা-প্সরাগণ অনুচর সহ পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। হে যুধিষ্ঠির, উক্ত রাজা স্বর্গে এরূপ ভোগবান হইয়াও সর্ব্বদা ক্ষুধা পীড়িত হইতেন। যখন ক্ষুধা অসহ্য হইয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইলেন তখন চিন্তা করিতে করিতে বিনয়াবনত হইয়া বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে দেব, আমি দিব্য ভোগসমন্বিত স্বর্গলাভ করিয়াছি, কিন্তু নিত্য ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছি; অতএব কি প্রকারে এই অসহ্য ক্ষুধা নিবারিত হয়, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন।" তখন বিধাতা উক্ত অমিতদ্যুতি রাজাকে বলিলেন, "হে নৃপোত্তম, তুমি সর্ব্বপ্রকার বহুদান করিয়াছ, কিন্তু অন্নদান কর নাই, সেই জন্যই ক্ষুধায় পীড়িত হইতেছ। তুমি আপন শরীর কেবল মিষ্টান্নে পোষণ করিয়াছ, কিন্তু দ্বিজ ও দীন এবং অন্ধগণকে কখনও ভোজন করাইয়া তৃপ্ত কর নাই। অন্ন ব্যতীত সমস্ত পৃথিবীর দ্রব্য দান করিলে কি হয়? আমি সব জানি, কিন্তু কখনই তোমাকে ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া অন্নদান করিতে দেখি নাই। এখন অহঙ্কারযুক্ত হইয়া এরূপ বলিতেছ। অন্ন দানের যে ফল সে তত্ত্ব তুমি জান না। সমস্ত ভূত অন্নেই উৎ-পত্তি হয়, অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অতএব অন্নদাতাই প্রাণ-দাতা স্বরূপ; সুতরাং অন্নদাতাই সুখ প্রাপ্ত হয়। অন্ন হইতেই শরীর উৎপন্ন হয়, অতএব অন্নদান অবশ্য কর্ত্তব্য। হে রাজন, এক্ষণে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আপন দেহ ভক্ষণ কর। যে শরীর, স্বয়ং ভোজন করত পোষিত করিয়াছিলে, তাহাই প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে

পুনঃ পুষ্ট হইবে। তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির অন্য কোন উপায় নাই।” উক্ত রাজা ব্রহ্মা কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া বহু দিবস পর্য্যন্ত মর্ত্তলোকে গিয়া আপন কলেবর ভক্ষণ করতঃ এবং ভক্ষণান্তে পুনঃপুষ্ট হইয়া স্বস্থানে গমন করিত। এক দিন ভগবান অগস্ত্য ঋষি প্রয়াগে স্নান করিতে যাইতে যাইতে পথে দেখিলেন, উক্ত রাজা অরুণ-দ্যুতি বিমানারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া আপন কলেবর ভক্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে ঋষি পরমাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উক্ত রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “অহো, তুমি দিব্যরূপ সমন্বিত ও অনেক ভোগ সংযুক্ত হইয়া স্বর্গবাস করিতেছ দেখিতেছি; কিন্তু গোপনে এ কি করিতেছ? তোমার এ বীভৎস কর্ম্ম কেন? তুমি এরূপ তেজোপূর্ণ কোন্ ব্যক্তি, তাহা বর্ণন করত আমার সংশয় দূর কর।” মুনির বাক্য শুনিয়া শ্বেতকেতু অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বিস্ময়াবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠকে প্রণাম করত বলিতে লাগিলেন “হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি কে, এবং আমার যে প্রকার কর্ম্ম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন; আমি পূর্ব্বে শ্বেতকেতু নামে রাজা ছিলাম; আমি বিধিমত অগ্নি ও দেবতাগণের উত্তমরূপ হোম ও পূজা, ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি। নিত্য ব্রাহ্মণগণকে বহুপ্রকার রত্ন ও দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিয়াছি; এবং সুন্দররূপে প্রজাপালনও করিয়াছি; কিন্তু অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া কাহাকেও অন্ন দান করি নাই; তজ্জন্য অক্ষয়স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াও ক্ষুধাপীড়িত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে একথা অবগত করায়, তিনি বলিয়াছেন “তুমি প্রত্যহ মর্ত্তলোকে যাইয়া স্বীয় কলেবর ভক্ষণ কর, তদ্ভিন্ন তোমার ক্ষুধানাশের অন্য উপায় নাই।” ব্রহ্মার

এই প্রকার আদেশে আমি এই গর্হিত কর্ম্ম করিতেছি। হে মুনি শ্রেষ্ঠ, আমার যে অপরাধ তাহা নিবেদন করিলাম, এক্ষণে ভাগ্য-ক্রমে আপনার দর্শন পাইয়াছি, যাহাতে আমার ক্ষুধাপীড়া না হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হউক। আপনি পূর্ব্বে সমুদ্র পান করিয়াছেন, বিন্ধ্যপর্ব্বতের বৃদ্ধি নিবারণ করিয়াছেন, আপনার কর্ম্ম অতি-দৈব এবং শক্তি অসীম, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, কৃপাপূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার করুন।" রাজার এবম্বিধ প্রার্থনাতে শরণাগত-বৎসল মহর্ষি সন্তুষ্ট হইয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন, "ব্রহ্মা যাহা করেন নাই তাহা করিতে আমার কি শক্তি? তথাপি তোমার অতি গর্হিত বীভৎস কর্ম্ম দৃষ্টে আমার অত্যন্ত ঘৃণা হইয়াছে, তজ্জন্য নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর; এখনই আমার সঙ্গে প্রয়াগে আইস, তথায় আমার তপোবনে তোমার নিষ্কৃতি করিব। তীর্থরাজ প্রয়াগ সর্ব্বকামপ্রদ তোমার কামনা পূর্ণ—কেন না হইবে?" এই বলিয়া মুনি রাজাকে সঙ্গে লইয়া প্রয়াগে অভিগমন করিলেন। সংশিত-ব্রত মুনি, প্রয়াগে গমন করত অমিত-দ্যুতি রাজাকে ত্রিবেণীতে স্নান করাইয়া, পুনরায় রাজাকে বলিলেন "যে, যে ফল ইচ্ছা করে, প্রয়াগে দ্বিজকে তাহাই দান কর্ত্তব্য, এই দানের ফল কোটীশত কল্প স্থায়ী হইবে; অতএব তুমি অন্নদানের মূল্য প্রদান কর।" অতঃপর রাজা কঙ্কণ খুলিয়া হাতে লইয়া মুনিকে বলিলেন "হে বিভো, এই গ্রহণ করুন, এবং ইহা বিধানানুসারে সংকল্প করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন।" এই রূপে রাজা অগস্ত্য মুনিকে অন্নদানের মূল্য প্রদান করিয়া, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত, তাঁহার আজ্ঞা লইয়া নিজ বিমানারোহণে

স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অন্তর্হিত শরীর তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হইল। হে রাজর্ষি-সত্তম, সেই তীর্থের পাপনাশের প্রভাব ও তথায় দানের পুষ্টিতা আপনাকে বলিলাম, হে রাজন্, এক্ষণে অন্য যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে বলুন তাহাও বলিব।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ মাহাত্ম্যে দশমোধ্যায়ঃ।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আপনি এই মহত্তর মহিমা যতই বলিতেছেন ততই আমার হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে। মৃতদেহের যেমন দাহকাষ্ঠে তৃপ্তি হয় না, আমার মনও তেমনি আপনার বাক্যপীযূষ কর্ণে আস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতেছে না। হে মুনে! ব্রহ্মাদি কর্তৃক প্রয়াগ-মাহাত্ম্য যেরূপ কথিত হইয়াছে, কৃপা পূর্ব্বক আমাকে তাহা বলুন। আপনি যাহা দেখিয়াছেন, অন্য কেহ কখন তাহা শুনেও নাই। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ব-সন্দেহ-নাশন, তজ্জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে মহাবাহু রাজন্, পুনরায় মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন; মহর্ষিগণ এরূপ বলিয়াছেন যে, নৈমিষ, পুষ্কর, গোকর্ণ, সিন্ধু, সাগর, গয়া, ধেনুক, গঙ্গা, সাগরসঙ্গম ও অন্যান্য যে ত্রিশংকোটী দশ সহস্র পুণ্যময় মহাতীর্থ ও অপরাপর যত তীর্থ আছে সকলই নিত্য প্রয়াগে সংস্থিত রহিয়াছে। প্রয়াগে তিন অগ্নিকুণ্ড মধ্য হইতে জাহ্নবী নিষ্ক্রান্তা হইয়া, সর্ব্বতীর্থকে পুরস্কৃত

করিয়াছেন। তপন-সুতা, লোক-ভাবিনী, দেবী যমুনা, গঙ্গার সহিত সঙ্গতা হওয়াতে গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থিত স্থান পৃথিবীর জঙ্ঘা বলিয়া ত্রিলোক বিখ্যাত হইয়াছে। হে রাজশার্দ্দূল, প্রয়াগের সমান আর কি হইতে পারে? ত্রিশ কোটীর উপরও কোটী তীর্থের বায়ু তথায় বিচরণ করিতেছে। স্বর্গে, মর্ত্তে, অন্তরীক্ষে গঙ্গার যত ধারা আছে, সে সমস্তই প্রয়াগে আছে। তথায় কম্বলাশ্বতর, ভোগবতী এবং বেদ-প্রোক্ত যত কিছু, সবই আছে। হে যুধিষ্ঠির, প্রয়াগে বেদ ও মন্ত্র মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। মুনি ও তপোধনগণ তথায় প্রজাপতির উপাসনা করিতেছেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও চক্রধর নৃপগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছেন। প্রয়াগ হইতে পুণ্যতম আর কিছুই নাই। তীর্থরাজের প্রভাবেও মহিমাতে মহাভাগা গঙ্গা তথায় অবস্থান করিতেছেন, সেই গঙ্গা সমাশ্রিত স্থান সিদ্ধক্ষেত্র জানিয়া, পুত্র-সুহৃদ তপোধন পুত্রের কর্ণে ও শিষ্যসুহৃদ গুরু অনুরক্ত সুশিষ্যের কর্ণে, সর্ব্বদাই জপ করেন যে, এই প্রয়াগই পুণ্যদাতা, এই স্বর্গদাতা, এই মেধাদাতা, এই সুখ দাতা, এই রম্য, এই পাবন, এই ধর্ম্মজনক, এই মহর্ষিগণের পাপ প্রমোচন ও পুণ্যময়। ইহা পাঠ করিলে দ্বিজ ও নির্ম্মলত্ব প্রাপ্ত হয়। এই পুণ্য তীর্থের কথা শুনিলে সে সদাসুখী হয় ও জাতিস্মর হইয়া সুস্থদেহ ও আনন্দপ্রাপ্ত হয়। শিষ্টানুদর্শী সৎ ব্যক্তিগণ এই সকল তীর্থ সেবন করেন; অতএব কৌরব্য, এই তীর্থে স্নান করুন, অন্যথা করিবেন না। এই বিশ্ব যখন কল্পান্তে নষ্ট হয়, তখনও প্রয়াগ নষ্ট হয় না। তথায় যে বট বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষের সাখায়পত্রপুট মধে ভগবান বিষ্ণু বালরূপঃ ধরিয়া শায়িত থাকেন, সে মহাদ্ভুত কাণ্ড আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। যখন সমগ্র ভূমি সমুদ্রাপ্লুত

হইয়া একাকার হইয়া যায়, তখন সেই তরঙ্গ মধ্যে হাস্যমুখ বালমূর্ত্তি একবার উপরে উঠিতেছে একবার নীচে নামিতেছে। দেখিয়া, আমি ভীত হইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিবার মানসে, নিকটে গিয়া, সেই বালকের শ্বাসের সঙ্গে তাহার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তথায় (উদর মধ্যে) সমস্ত জগৎ পূর্ব্ববৎ দৃষ্টে আশ্বস্ত হইয়া, উহারই মধ্যে নিজের বিচিত্র আশ্রম দেখিয়া তথায় অবস্থিতি করিলাম। পুনরায় তাঁহারই নিশ্বাসে বাহির হইয়া প্রলয়ার্ণবে পড়িয়া, মকর তিমিঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা গ্রাসিত হইবার ভয়ে, মহা ব্যস্ত হইয়া, পুনঃ পুনঃ কম্পমান হইতে লাগিলাম। হে রাজন, আমি এই রূপ বহু প্রকার অদ্ভুত সেই বটে দেখিয়াছি।

শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন,—সেই সকল (প্রলয়ের) সময়ে কি কারণে প্রয়াগ নাশপ্রাপ্ত না হইয়া ভূমিতে ককুৎবৎ দৃষ্ট হয়, আর দেবগণসহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরই বা কেন সেই ক্ষেত্র ত্যাগ না করিয়া তথায় বাস করেন?

শ্রীমার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে যুধিষ্ঠির, কি কারণে যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তথায় বাস করেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। পঞ্চ যোজন বিস্তীর্ণ প্রয়াগের মণ্ডল, পাপ নিবারক দেবগণ উহা রক্ষণার্থে তথায় অবস্থিতি করেন। প্রতিষ্ঠানপুরের উত্তরে ব্রহ্মা, শাল্মলী বৃক্ষরূপে, পরমেশ্বর মহেশ্বর বটবৃক্ষরূপে এবং স্বয়ং বিষ্ণু বেণীমাধবরূপে, প্রয়াগে উপস্থিত থাকিয়া, উহা সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন। অপরাপর দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও ঋষিগণ সকলেই তথায় পাপনিবারক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মহেশ্বরের সহিত তথায় আছেন। প্রলয়কালে সপ্তসমুদ্র, সপ্তদ্বীপ, ও অন্যান্য যাবতীয় দ্রব্য ও পৃথিবীস্থ পর্ব্বতশ্রেণী, সমস্তই দ্রবীভূতাবস্থায়

তথায় অবস্থান করে। হে যুধিষ্ঠির, উপরোক্ত তিন দেবতার নির্ম্মিত এই স্থান "প্রজাপতি-ক্ষেত্র প্রয়াগ" নামে ত্রিলোক বিখ্যাত। এই প্রয়াগ পুণ্যময় ও পবিত্র ; অতএব, কৌন্তেয়, এই পরমার্চিত প্রয়াগে, আপনি মাতৃগণের সহিত গমন করিয়া, তথায় স্নান করত, বহু দান ও হবন করিলে, গুরু, মিত্র ও ভ্রাতৃ-বধ জনিত যে পাপের জন্য শঙ্কা ও পরিতাপ করিতেছেন, তাহা হইতে মুক্ত হইবেন—সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিলয় প্রাপ্ত হইবে, ইহার অন্যথা কদাচ হইবে না। হে মহারাজ, বিশেষতঃ আপনি ক্ষত্রিয়, সুতরাং আপনার হৃদয়ে নিত্য যে শোক উপস্থিত হইবে, তাহা সমস্তই দূরীভূত হইয়া, প্রসন্ন হৃদয়ে রাজ্য করিতে পারিবেন। প্রয়াগের প্রভাবে সমস্ত শোক দূর হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

শ্রীসূত বলিলেন, মহাতেজা, ধীমান, মার্কণ্ডেয় কর্তৃক এরূপ উক্ত হইলে, এবং পূর্ব্বে ব্যাস, ধৌম্য ও ভীষ্মাদি দ্বারা বোধিত, এবং কৃষ্ণের দ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায়, রাজা যুধিষ্ঠির, মাতৃগণ, জ্ঞাতিগণ, মহাত্মা কৃষ্ণ ও দ্বিজগণের সহযোগিতাতে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন, এবং তাঁহাদিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিলেন।

ইতি শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে একাদশ অধ্যায়ঃ।

দ্বাদশ অধ্যায়।

—(•)—

শ্রীশৌনক বলিতেছেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, (উক্ত) মহাদ্যুতি, ধর্ম্মাত্মা, ভ্রাতৃগণের সহিত রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, অতঃপর কাহার, কাহার সঙ্গে প্রয়াগে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মনের

তাবই বা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা আমাকে বলিতে আজ্ঞা হউক।

শ্রীসূত বলিতেছেন, সেই তেজবান রাজা, কনিষ্ঠ পাণ্ডবগণ ও মিত্রগণের সহিত সেই নিষ্কণ্টক রাজ্য ও অর্থ প্রাপ্ত হইয়া, স্বজনগণকে সম্যক্‌রূপে সান্ত্বনা করত, দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সুদিন ও শুভ মুহূর্ত্তে, প্রয়াগে গমন করিলেন। কুন্তী ও কৃষ্ণাকে পুরজনের সহিত পাঠাইয়া, অনুরক্ত ভীমার্জ্জুনাদি, শ্রীপতি ও যাত্রানুকূল-বিধায়ি মৃকণ্ডপুত্র ও নিজ ভৃত্যগণের সহিত স্বয়ং প্রস্থান করিলেন। প্রয়াগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মৃকণ্ডপুত্র, ধর্ম্মকে বলিলেন "ঐ ব্রহ্মাদি-সেবিত তীর্থরাজ প্রয়াগ দর্শন করুন; দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ সদা ইহার সেবা করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণ নদীদ্বয় নয়নদ্বয়ের মত, এবং সরস্বতী তৃতীয় নয়ন, ও বটবৃক্ষ জটাজুটের ন্যায় হইয়াছে। এইরূপে রুদ্রদেব সর্ব্বদা ইহাঁর জপ করিতেছেন। যে স্থানে মুনি ও ভানু-কন্যা, শ্বেত ও কৃষ্ণ নদী দ্বয়, এবং নীলাভ-পত্র বট বিদ্যমান, সেই সাক্ষাৎ প্রয়াগ, এই সকাম-ধর্ম্মার্থ-গুম্ফিতা বেণীরূপে সমুদয় মোক্ষলক্ষ্মী-প্রদাতা হইয়াছেন। উহার প্রান্ত-ভাগে, পট্টন-বদ্ধ চিত্রের মত বট, গুচ্ছের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসস্থিত হরি ও মহেশ, উপাসকগণের অতি দূর বলিয়া, যাহাতে সকলেই সুখে গমন করত, মুনিগণের মত, তাঁহা-দিগকে দেখিতে পান, তজ্জন্য বিধাতা এই বেণীর বিধান করিয়া-ছেন। ঐ শ্রীমাধব, সুর-মুনি ও অপরাপরদ্বারা সেবিত হইতেছেন; অন্য কোথায়ও যাঁহার দর্শন পাওয়া যায় না, তাঁহাকে এখানে অনায়াসে দর্শন পাওয়া যাইতেছে। কোন স্থানে যাঁহাদের দর্শন সুলভ নহে, তাঁহারা এখানে মানুষের মত বিচরণ করিতেছেন।

হে রাজন, সেই সুকৃতিলভ্য, ইষ্টসিদ্ধ, তীর্থেশকে সুলভে দর্শন করুন।" এবম্প্রকার বহুবিধ বর্ণনা করিয়া মহাতপা মার্কণ্ডেয়, ব্যাসাদি বিপ্রগণ. কৃষ্ণ, ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রীগণসহ রাজাকে বিধিমত স্নান করাইলেন। অতঃপর উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজা, দেবতা ও ঋষিগণের সহিত, আপন পিতৃপিতামহগণের বিধিমত তর্পণ করিলেন। দীন ও অনাথগণকে ভক্তি পূর্ব্বক ভোজন করাইয়া, বহু প্রকার মহাদান ও দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন। এবং বহুমান সহকারে ব্রাহ্মণদিগকে তুষ্ট করিয়া, গো, ভূমি, সুবর্ণ, রত্ন, গজ, অশ্ব ইত্যাদি বহু ধন দ্বারা পূজা করত প্রণাম করিলেন; এবং দীন ও অনাথগণকে যথেচ্ছা ভোজন করাইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ, ব্যাস, নারদ ও মহামুনি মার্কণ্ডেয় এবং রাজাকে প্রণাম করিয়া, জ্ঞাপন করিলেন যে "ইন্দ্র এখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আপনি ও রাজেন্দ্র, অতএব আপনারও এখানে যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য। যদি সহায়, অর্থ, সম্পত্তি, প্রভুত্ব ইত্যাদি ইচ্ছা করেন, তবে সুসমাহিত হইয়া যজ্ঞ করুন।" এই প্রকারে রাজা সকলের দ্বারা আজ্ঞাপিত হইয়া, যে স্থানে যজ্ঞ-ফলদাতা, ভগবান পুরুষোত্তম যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং বর্ত্তমান, তথায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। ব্যাসাদি বিধানজ্ঞ মুনিগণ রাজাকে দীক্ষিত করিলেন, এবং স্বয়ং মার্কণ্ডেয় যজন করিলেন। এইরূপে প্রয়াগে বহু দক্ষিণাযুক্ত মহাযজ্ঞ, মুনির প্রসাদে সম্পন্ন হইল। অতঃপর সমস্ত মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে রাজার নিকট বিদায় লইয়া ও বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। ভগবান বাসুদেবও রাজার মনোরথ সম্পাদিত করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত দ্বারকাতে চলিয়া গেলেন।

শ্রীসূত বলিলেন, মহাতপা ভগবান মার্কণ্ডেয়, এই প্রকারে রাজাকে প্রয়াগে আনিয়া, তাঁহার অজ্ঞানজ, জ্ঞাতি-বধজনিত অত্যুগ্র শোক এবং ধৈর্য্য-চ্যুতি-কর মহৎ পাপ-সংশয় দূর করিলেন। এইরূপে সেই মুনিপ্রিয়, প্রয়াগের প্রভাবে, রাজার মন বিশুদ্ধ করিয়া, তীর্থমধ্যে প্রয়াগের প্রভাব প্রকাশ করিয়াছেন। হে শৌনক, ব্রহ্মা ও নন্দী কর্ত্তৃক প্রয়াগের মহিমা এই প্রকার কথিত হইয়াছে! হে সত্তম, সে মহিমা বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে কাহার শক্তি আছে? কপিল, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ধীমান, ব্রহ্মবাদি মুনিগণ বলিয়াছেন যে এই স্থানে অল্প প্রয়াসে পুরুষার্থ চতুষ্টয় সুলভ। নারদ এবং কুমারও পৌরাণিক পরম্পরাক্রমে তদ্রুপই বলিয়াছেন। এই "প্রয়াগ-মাহাত্ম্য" যে শ্রবণ করায় বা শ্রবণ করে, সেই ভক্তিমান, প্রয়াগ-স্নানের সর্ব্বপুণ্য প্রাপ্ত হয়। যজ্ঞ, দান, তপ, ব্রত ও নিয়মাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ইহা শ্রবণেই সম্যক্ প্রকারে সেই ফল পাওয়া যায়। যে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ বিদ্বান বিপ্র ইহা শ্রবণ করাইবেন, তীর্থাভিগামী ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার ও দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সযত্নে পূজা করিবে; তাহা হইলে, সেই বিপ্রের সন্তোষে তাহার (তীর্থাভিগামীর) সকল মনোরথ সম্পন্ন হইবে।

ইতি শ্রীমৎস্যপুরাণে প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্য সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

—•—

প্রয়াগ পদ্ধতি।

প্রথম দিবসে প্রয়াগ-মণ্ডলের পূর্ব্বদিকবর্ত্তী গৌতমাশ্রম * নামক স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিবে। দ্বিতীয় দিনে প্রাতঃ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া প্রয়াগ ভূমিতে প্রবেশ করিবে। প্রবেশ কালে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া সংকল্প করিবে। মন্ত্র, যথা, "শ্রীবিষ্ণুরদোত্যাদি, প্রয়াগ-মণ্ডল ভূম্যধিকরণক মৎকর্ত্তব্য পদচারসম সংখ্যাশ্বমেধ যজ্ঞজন্য ফলসম ফল প্রাপ্তিকামঃ প্রয়াগ মণ্ডল প্রবেশপূর্ব্বক, তৎ ভূম্যধিকরণক গমনমহঙ্করিষ্যে।" অতঃপর বেণীতীর্থে যাইয়া, সাধারণ তীর্থ-পদ্ধতি অনুসারে সমুদয় কার্য্য করত, মুণ্ডন † করিবে। তৎপরে সঙ্গমে স্নান করিয়া দানাদি করিবে। সমর্থ ব্যক্তি গো-দান ‡ করিবে। গোদানের মন্ত্র, যথা,

---

* গৌতমাশ্রম ইঃ আইঃ রেলওয়ের "নাইনী" ষ্টেশন হইতে নিকট।

† মস্তক-মুণ্ডন প্রয়াগ-কৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; কিন্তু বর্ত্তমান কালের স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ সধবা স্ত্রীলোকগণ, কেশ-মুণ্ডনে অনিচ্ছুক বলিয়া, প্রয়াগের পাণ্ডাগণ ব্যবস্থা দিয়া থাকেন যে, সধবা স্ত্রীলোকেরা আপন কেশ-দামের মধ্য হইতে এক গুচ্ছ কেশ কর্ত্তন করত, বেণীজলে নিক্ষেপ করিলেই তাহাদিগের মুণ্ডনের কার্য্য হইবে। এই ব্যবস্থানুসারে কার্য্যও হইয়া থাকে। কিন্তু এ ব্যবস্থা আর্য্য বাক্যাদিদ্বারা সমর্থিত নহে; সুতরাং প্রয়াগ তীর্থ ফলাভিকাঙ্ক্ষী, সধবা বিধবা ও স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে, সকলকেই মুণ্ডন করিতে হইবে; তজ্জন্যই সাধারণে প্রবাদ আছে "গয়া-ভুণ্ডে, প্রাগমুণ্ডে"।

‡ গো-দান সম্বন্ধে, সবৎসা, সালঙ্কৃতা, দুগ্ধবতী গাভী, দুগ্ধ-পানের জন্য সৎব্রাহ্মণকে দান করাই ঋষিগণের অভিপ্রায়; কিন্তু এক্ষণে দাতাগণও

"শ্রীবিষ্ণুরদ্যোত্যাদি, এতৎ গোবৎসো তয়োরোম-সংখ্য বর্ষ সহস্রাবচ্ছিন্ন স্বর্গলোক মহিতত্ব নরকাদর্শন পূর্ব্বকাক্ষয় সকল বর্ষ বহুদার-পুত্র-ভৃত্যবর্গ বহু বিঘোঃ মহাপাতক সংক্রম পরিত্রাণ কাম ইমাং সাচ্ছাদনালংকৃতাং সবৎসাং গাং রুদ্রদেবতাকাং যথা-সম্ভব-গোত্র-নাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।"

অতঃপর যমুনার উত্তর-তটে, কম্বলাশ্বতরের নিকট, যমুনাতটস্থ মহাদেবকে দর্শন করিবে, এবং পাপ-মুক্তি কামনাতে তন্নিম্নস্থ যমুনাতে স্নান ও তর্পণাদি করিয়া, জলপান করিবে। তৎপরে কম্বলাশ্বতর মহাদেব ও যমুনা দেবীর পূজা করত প্রণাম

যেরূপ দুই আনা, চারি আনাতে গো-দানের ফললাভ করিতে ইচ্ছা করেন, প্রয়াগের পাণ্ডাগণও সেইরূপ ঐ দুই আনা, চারি আনাও হস্তগলিত না হয়, এই বিবেচনায়, একটী গো-বৎস, ক্রমান্বয়ে বহু যাত্রীর দ্বারা দান করাইয়া থাকেন। "গো-বৎস" মানে "গাভী ও বৎস" না করিয়া "গাভীর বৎস" করাতে, একটী ক্ষুদ্র গো শাবক দ্বারাই "গো-দান" কার্য্যের দান ও গ্রহণ হইয়া থাকে। এই গো বৎস সরবরাহ করিবার জন্য কতকগুলি লোক, প্রতি মাঘ মাসে, নিয়মিত সংখ্যক টাকা দিয়া, গভর্ণমেণ্টের নিকট পাট্টা লইয়া থাকে। পাণ্ডাগণ উক্ত লোকদের নিকট হইতে, গাভী বা বৎস ভাড়া লইয়া, গো-দাতা যাত্রীদিগের নিকট হইতে, অবস্থাবিশেষে দুই আনা, চারি আনা, দুই টাকা, দশ টাকা, যাহা হয় একটা তথাকথিত মূল্য গ্রহণ করত, গো-দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এরূপ গো-দান অপেক্ষা, মাঠে গোরু চরিতেছে, দেখাইযা দিয়া, "ঐ গোরু দান করিলাম, উহার মূল্য চারি আনা লউন" বলিয়া কোন ব্রাহ্মণের হাতে পয়সাগুলি দেওয়া বরং ভাল; কারণ তাহা হইলে একের সম্প্রাদিত দ্রব্য অপরের দানজনিত দোষ হইতে পারে না। একবার দান করা হইলে, শাস্ত্রানুসারে উহা অপরের দান বা গ্রহণের উপযুক্ত থাকে না। অতএব এরূপ গো-দানে যে কি ফল, তাহা দাতা ও গৃহীতাই জানেন।

করিবে। তৎপর দিবস, চতুর্ব্বেদাধ্যয়নের ফল ও সত্যবাদিতা প্রাপ্তির জন্য, অহিংসাজনিত ফলের সমান ফল পাইবার কামনায়, বাসুকীর নিকটস্থ, দশাশ্বমেধ নামক স্থানে, স্নান ও তর্পণাদি করিবে। তৎপরে, অশ্বমেধ ফলকামনায়, ভোগবতীতে, প্রতিষ্ঠান-পুরে সমুদ্র কূপের নিকটে, জিতক্রোধ ও ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিবে। অতঃপর অশ্বমেধ ফল প্রাপ্তির ও যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর স্বর্গভোগের জন্য, অহিতত্ত্বের কামনা করিয়া, হংস-প্রপতনতীর্থে স্নান ও তর্পণাদি করিবে। তৎপরে, অক্ষয়বটের নিকটে গিয়া, নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ অক্ষয়বটের পূজা ও প্রদক্ষিণ * করিয়া নমস্কার করিবে। মন্ত্র, যথা,—

"সংসার বৃক্ষ শস্ত্রায় সর্ব্ব পাপ ক্ষয়ায় চ।
অক্ষয়ায় ব্রহ্মদাত্রে নমোক্ষয়ায় বটায় তে॥
নমোবক্ত্রে, রূপায় মহাপ্রলয় প্রাণতে।
মহদ্রসোপবিষ্টায় ন্যগ্রোধায় নমোনমঃ॥
অমরস্ত্বং মহাকল্পে হরেশ্চায়তনং বট।
ন্যগ্রোধ হরমে পাপং কল্পবৃক্ষ নমোস্তুতে॥"

তৎপরে সপ্তকুল উদ্ধারকরণ কামনাতে, প্রয়াগ-মণ্ডলের শিরোদেশে, যমুনাতে স্নান ও উহার জল পান করিবে। স্বর্গ বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি কামনাতে উপবাস করিবে।

প্রতিমাসে প্রয়াগের গঙ্গাতে স্নান করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরীক্ষের অধিকার পাওয়া যায়। মাঘ মাসে প্রয়াগের গঙ্গা-

---

* এক্ষণে অক্ষয়বটের উত্তরপার্শ্ব সংলগ্ন হইয়া দেওয়াল উঠাতে প্রদক্ষিণ হয় না।

যমুনা-সঙ্গমে স্নানে, গজপতি মহারাজত্ব প্রাপ্তি হয়। তিন দিন মাত্র সঙ্গমে স্নান করিলে, লক্ষ গো-দানের ফল হয়। মাঘ মাসের শুক্ল-পঞ্চমী ও সপ্তমীতে, গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র সূর্য্যগ্রহণকালে স্নানের ফল পাওয়া যায়। যে কোন মাসের যে কোন দিনে প্রয়াগে, ব্রহ্মকূপের নিকট গঙ্গাতে স্নান ও কেশ মুণ্ডন করিলে, গয়াতে পিণ্ডদানের ফল, কাশীধামে মরণের ফল ও কুরুক্ষেত্রে দানের ফল পাওয়া যায়।

প্রয়াগতীর্থনায়ক।

"ত্রিবেণীং মাধবং সোমং ভরদ্বাজ শ্রীবাসু কিং
বন্দে অক্ষয়বটং শেষং প্রয়াগ তীর্থনায়কাং।"

ত্রিবেণী।—যেস্থানে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইয়াছে। এই স্থানকে সাধারণতঃ "বেণীঘাট" বা "সঙ্গম" কহিয়া থাকে। ইহা এলাহাবাদ দুর্গের পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। এলাহাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে। মাঘ মাসে একমাস স্থায়ী বড় মেলা হয়।

মাধব।—"শ্রীবেণীমাধব" বেণীঘাট হইতে উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গঙ্গাতীরে দারাগঞ্জ মহল্লাতে।

সোম—"সোম-তীর্থ" বেণীমাধব হইতে পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধ মাইল গঙ্গাতীরে শ্রীসোমেশ্বর মহাদেব অবস্থিত। শিবরাত্রির দিনে বড় মেলা হয়।

ভরদ্বাজ—শ্রীভরদ্বাজ ঋষির আশ্রম। কর্ণেল গঞ্জ মহল্লাতে অবস্থিত। এই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্র বনবাসান্তে অযোধ্যা গমনকালে ভরদ্বাজ মুনির অতিথি হইয়াছিলেন।

শ্রীবাসুকি—এই স্থানে "নাগ বাসু" ও "বাসুকি কুণ্ড" অবস্থিত। বকৃসী বাঁধ মহল্লাতে।

অক্ষয়বট—দুর্গের মধ্যে। বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

শেষ—শেষনাগ। গঙ্গার অপর পারে "ঝুসি" গ্রামে।

(অপরাপর প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।)

কোটীশ্বর মহাদেব—"শিব কোটী" মহল্লাতে গঙ্গাতীরে "কোটী তীর্থের" উপরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রত্যহ বহু যাত্রীর সমাবেশ হওয়াতে এক মাস কাল মেলা হয়। তন্মধ্যে প্রতি সোমবারে অধিক ভিড় হইয়া থাকে।

অলোপী দেবী—"বেণী মাধব" হইতে পশ্চিম দিকে প্রায় এক মাইল দূরে "অলোপী দেবী" মহল্লাতে। চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত ৪ মাস বহু যাত্রীর সমাগম হওয়াতে প্রত্যহ মেলা হয়। তন্মধ্যে সোম ও শুক্রবারে অধিক ভিড় হইয়া থাকে। এই মন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল মাত্র ভগবতীর আসন আছে। প্রবাদ আছে যে মুসলমানের অত্যাচার সময়ে মন্দিরস্থ দেবী পাতাল প্রবেশ করিয়া লুপ্ত হইয়াছিলেন।

কামেশ্বর মহাদেব—"মন কামেশ্বর"—দুর্গের পশ্চিম দিকে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে যমুনা-তীরে, কীডগঞ্জ মহল্লাতে।

শ্রীলোকনাথ মহাদেব—"চকের" নিকট আহিয়াপুরে "মীরখাঁ কা সরাই" মহল্লাতে। এই স্থানে দেশী ঘৃত চিনির প্রস্তুত নানাবিধ উত্তম সন্দেশ ও মেঠাইয়ের দোকান আছে।

কল্যাণী দেবী—"খুসিয়াল কা পর্ব্বত" মহল্লাতে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে মেলা হইয়া থাকে।

দেবগৃহ মহাদেব—ধূমন গঞ্জ মহল্লাতে। স্থানীয় লোকে "দেও-গীর মহাদেও" বলিয়া থাকে। ভাদ্র মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে মেলা হয়। এইস্থানে "মামা-ভাগ্নের তালাব" নামে পুষ্করিণী আছে।

চন্দ্রকূপ—এই কূপ চকের নিকটে "গাঢ়ী কি সরাই" মহল্লাতে। ইহার চতুর্দ্দিকে মুসলমান পথিক গণের অবস্থানের জন্য যে সরাই আছে উহার নাম "গাঢ়ী কি সরাই"। এই কূপের জল সুমিষ্ট ও স্বাস্থ্যকর।

ললিতা দেবী—"মীরাপুর" মহল্লাতে। ইহাই প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের অন্তর্গত "প্রয়াগে ললিতাদেবী"।

সরস্বতী কুণ্ড—"সারস্বত তীর্থ" দুর্গের দক্ষিণ দ্বারের নিকটে। এই স্থানেই সরস্বতী নদী গুপ্তভাবে গঙ্গা-যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছেন।

আদি বেণীমাধব—গঙ্গার পূর্ব্ব তটে, আরইল গ্রামে।

পুরন্দর ক্ষেত্র—যমুনাতটে "বারুয়া" ঘাটে।

তক্ষক কুণ্ড—পুরন্দর ক্ষেত্রের নিকট "দরিয়াবাদ" মহাল্লাতে। এখানে তক্ষকেশ্বর মহাদেব।

পাণ্ডব কূপ—ললিতা দেবীর উত্তরে এক মাইল দূরে, "আটালা" মহল্লাতে।

কামেশ্বর নাথ মহাদেব—এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের নিকট "কাচপুরুয়া" মহল্লাতে, রেলওয়ে সীমার মধ্যে।

দ্রব্যেশ্বরনাথ মহাদেব—জন্‌ষ্টন্ গঞ্জের নিকট, "পানদরিয়া" মহল্লাতে।

চক্রতীর্থ—তক্ষককুণ্ডের পশ্চিম সন্নিকটে, "সদিয়াপুর" গ্রামে।

সিন্ধু-সাগর-সঙ্গম—চক্রতীর্থের পশ্চিমে, অর্দ্ধ মাইল দূরে।

সমীয়া দেবী--যমুনাতীরে, করেলা বাগের নিকটে, "বকসী গ্রামে"। সোম ও শুক্রবারে মেলা হয়।

বরখণ্ডীনাথ মহাদেব—সমীয়া দেবীর পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দূরে, যমুনাতীরে। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে বড় মেলা হয়।

এতদ্ব্যতীত—প্রয়াগ মাহাত্ম্যে যে সকল তীর্থের বিশেষ পরিচয় আছে, তদ্ব্যতীত প্রয়াগে আরও বহু তীর্থায়তন আছে।

এলাহাবাদ।

এলাহাবাদ ও তাহার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থান মহাভারতে "বারণাবত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থানেই মহাভারতের বর্ণিত প্রসিদ্ধ "যতুগৃহ দাহ" হইয়াছিল। রামায়ণের সময়ে গঙ্গার অপর পারস্থ স্থান সমূহ কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সূর্য্যবংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বনগমনকালে, এই স্থানে নৌকাযোগে গঙ্গা-পার হইয়া, এলাহাবাদ জেলাস্থ "শিংরোর" নামক স্থানে ভীলরাজ "গুহকের" সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। প্রয়াগে বৌদ্ধরাজ অশোক নির্ম্মিত যে স্তম্ভ, খ্রীষ্টের ২৪০ বৎসর পূর্ব্বে, নির্ম্মিত হইয়া-ছিল, উহা এলাহাবাদের দুর্গ মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্তম্ভের গাত্রে খোদিত লিপিরূপে অশোক রাজার কীর্ত্তি লিখিত আছে। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবির্ভূত, গুপ্ত বংশীয় রাজা সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয় সম্বন্ধেও অনেক কথা এই স্তম্ভের গাত্রে লিখিত আছে। ইহার পর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর, এই স্তম্ভ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার সিংহাসনারোহণ বৃত্তান্ত পারস্য ভাষায় উহার গাত্রে লিখিয়া রাখিয়াছেন। বৌদ্ধ-

তীর্থ ভ্রমণকারী "ফা-হায়েন" ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, সে সময় পর্য্যন্তও এলাহাবাদ প্রদেশ কোশল রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হইত। ইহার দুই শতাব্দী পরে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী "হুয়েন সান" নিজ ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, তিনি যে সময়ে প্রয়াগ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে প্রয়াগে দুইটী বৌদ্ধ মঠ ও অনেকগুলি হিন্দু দেবালয় ছিল। অতঃপর (১১৯৪) খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রয়াগের আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তাহার (১১৯৪) পর, এই প্রদেশ মুসলমানগণের অধিকৃত হইয়া, ইংরাজাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তাঁহাদের অধীনেই ছিল। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট "বাবর" পাঠান রাজগণের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর প্রয়াগের নাম "ইল্লাহাবাস" (দেব মূর্ত্তির নগরী) ও পরে "এলাহাবাদ" (ঈশ্বর নগরী) রাখিয়াছিলেন। সম্রাট-পুত্র "সেলিম", পিতার বর্ত্তমানে এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া, এই স্থানে আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ইহাঁরই পিতৃদ্রোহী পুত্র "খসরু" এলাহাবাদে যে সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, উহা অদ্যাপি "খসরুবাগ" নামে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বুন্দেলাগণ যখন ছত্রপালের অধিনায়কতাতে মোগল রাজ্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করত ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল, সে সময়ে বুন্দেলা ও মহারাট্টগণ কর্ত্তৃক এলাহাবাদও আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার পরবর্ত্তী অরাজকতার সময়ে এলাহাবাদ একবার অযোধ্যা রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া, পরে মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসিয়াছিল। তৎপরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে

ইংরাজগণ, মহারাষ্ট্রীয়গণকে দূরীভূত করিয়া, দিল্লীরাজ "সাহ-আলমকে" পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে কয়েক বৎসর কাল এলাহাবাদ সম্রাটের বাসস্থান হইয়াছিল। অতঃপর ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে সাহ সালম দিল্লীতে আপন বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গিয়া, মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক পরাজিত হইলে, ইংরাজ গণ, এই প্রদেশ রাজ-শূন্য দেখিয়া, অযোধ্যার নবাবের নিকট ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। পরে ইংরাজের নিকট অযোধ্যায় নবাবের অনেক টাকা ঋণ হওয়ায়, ঐ ঋণের পরিবর্ত্তে, নবাব ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশ ইংরাজকে অর্পণ করেন। তদবধি তীর্থরাজ প্রয়াগ সসম্মানে ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে সুরক্ষিত হইতেছে।

এলাহাবাদ সহর যুক্ত প্রদেশের মধ্যে আকৃতিতে তৃতীয়, কিন্তু রাজকীয় বিভাগানুসারে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের রাজধানী হওয়াতে, সর্ব্ব প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদে সর্ব্ব প্রথমে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎ-পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী উঠাইয়া আগরাতে লওয়া হয়। অতঃপর সিপাই বিদ্রোহের পর, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় আগরা হইতে এলাহাবাদে রাজধানী স্থাপিত হইয়া, অদ্যাপি বর্ত্তমান রহি-য়াছে। এলাহাবাদ বোম্বাই হইতে ৮৪৪ মাইল, কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল এবং কাশী হইতে ৯০ মাইল দূরে অবস্থিত। এলাহাবাদ সহর, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত থাকায়, পরকীয় আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত বোধে, মোগল সম্রাটগণ এই স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম হওয়াতে, এলাহাবাদ সহর উপদ্বীপাকৃতি হইয়াছে। এই

উপদ্বীপের মধ্যস্থিত, যমুনার তীরবর্ত্তী স্থানের নাম "কীড্‌গঞ্জ" ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী স্থানের নাম "দারাগঞ্জ"। এই দারাগঞ্জেই প্রয়াগ-রাজ "শ্রীবেণীমাধবের" মন্দির অবস্থিত। গঙ্গার অপর পারে, দারা-গঞ্জের ঠিক সম্মুখে "ঝুসি", ও কীড্‌গঞ্জের সম্মুখে "আরাইল" নামক প্রাচীন নগরীদ্বয় অবস্থিত। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চ যোজন বিস্তৃত বৃত্তক্ষেত্রই "প্রয়াগ মণ্ডল" বলিয়া অভি-হিত; সুতরাং গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থিত কীডগঞ্জ ও দারাগঞ্জ, ও গঙ্গার অপর পারস্থ "ঝুসি ও আরাইল" লইয়া প্রয়াগের মণ্ডল; অতএব কীডগঞ্জ, দারাগঞ্জ, ঝুসি, আরাইল ও ইহার মধ্যবর্ত্তী স্থান সমুদয়ই প্রয়াগ মণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী। প্রাচীনকালে "ঝুসি ও আরাইল" নগরীদ্বয় "প্রতিষ্ঠানপুর" নামে বিখ্যাত ছিল। কালক্রমে প্রাচীন নগরী প্রতিষ্ঠানপুর, ঝুসি ও আরাইল নামক দুই পল্লীতে বিভক্ত হইয়া, অদ্যাপি এই এই নামে অভিহিত হইতেছে। মধ্যে সম্রাট আকবর, আরাইলের নাম "জেলেলাবাদ" রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ঐ নাম লুপ্ত হইয়া, পুনরায় আরাইল নামই প্রসিদ্ধ হই-য়াছে। ঝুসি ও আরাইল গ্রামদ্বয়ে বহু প্রাচীন দেবালয় ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ, অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া, প্রাচীন প্রতিষ্ঠান পুরের গৌরবের পরিচয় দিতেছে। এই নগরীদ্বয়ের মধ্যে, প্রাচীন ঋষিগণের অনেক তপস্যা স্থানের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখনও অনেক সাধু সন্ন্যাসী এই স্থানে বাস করিতেছেন। প্রাচীন কালে এই প্রতিষ্ঠানপুরে "পুরুরবা" নামে এক রাজা ছিলেন; তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে এ প্রদেশে অনেক কথা প্রচলিত আছে, যথা :—

"অন্ধের নগরি অবুঝ রাজা।
টাকা × সের ভাজি * টাকা সের খাজা।"

বাঙ্গালা দেশে যে "হব চন্দ্র রাজার গব চন্দ্র মন্ত্রী" প্রভৃতি প্রবাদ বাক্য আছে, তাহাও এই রাজ্য সম্বন্ধীয় গল্প বলিয়াই অনুমিত হয়। স্বর্গ-লাভের প্রলোভনে পড়িয়া যে এক রাজা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবর্ত্তে, স্বয়ং শূলে চড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, উহাও এই রাজ্যের রাজা "পুরুরবা" সম্বন্ধীয় গল্প বলিয়াই কথিত হয়। এ প্রদেশে প্রবাদ আছে যে পুরুরবার রাজধানী কোন সময়ে উল্‌টাইয়া গিয়াছিল। এই প্রবাদ বাক্যের প্রমাণ স্বরূপ, শুনিতে পাওয়া যায় এই স্থানে এখনও কূপাদি খনন কালে ধরাগর্ভে দুই একটি প্রাচীন গৃহাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়, যাহার ছাত নিম্নদিকে ও মেঝে উর্দ্ধ দিকে দৃষ্ট হয়। যতুগৃহের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। নগর উল্‌টাইবার সঙ্গে উহাও উল্‌টাইয়া গিয়াছিল বলিয়া উহাকে "উল্‌টা কেল্লা" বা "লক্ষাগৃহ" বলিয়া থাকে। ঝুসি গ্রামে এখনও দুইটি অতি প্রাচীন, বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়; উহা যে কোন্ জাতীয় বৃক্ষ এবং কত দিনের, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে, সিপাই বিদ্রোহের সময়ে, এলাহাবাদে বিদ্রোহিগণের একটী বিশেষ কেন্দ্র হইয়াছিল। সিপাই বিদ্রোহের পর, তৎকালীন কমিশনার "থর্ণহিল" সাহেব, এলাহাবাদ সহরকে "ক্যাণ্টনমেণ্ট", "এলাহাবাদ সহর", ও "সিভিল ষ্টেশন", এই

× টাকা = অর্দ্ধআনা, * ভাজি = শাক।

তিন ভাগে বিভক্ত করেন। "সিভিল ষ্টেশন" অংশ, সরকারি আফিস, আদালত এবং ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় সরকারি উচ্চ কর্ম্মচারী, ও উকিল, ব্যারিষ্টার প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের বাসস্থান হওয়াতে, উত্তম উত্তম বাসগৃহ, ও সুদৃশ্য, সুপ্রশস্ত রাস্তাতে পরিপূর্ণ। "সাউথ রোড" নামক একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা, পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্যে অবস্থিত থাকিয়া, সিভিল ষ্টেশনকে, এলাহাবাদ সহর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই রাস্তার সহিত সমান্তরাল হইয়া, ক্যানিং রোড, এলগিন্ রোড, এড্মন-ষ্টোন রোড, ক্লাব রোড, থর্ণহিল রোড ও মুইর রোড নামক সুদৃশ্য ও সুপ্রশস্ত রাস্তাগুলি, পূর্ব্ব পশ্চিম দৈর্ঘ্যে প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল রাস্তার সহিত সমকোণ করিয়া, ষ্টেনলি রোড, লায়ল রোড, কুপার রোড, এলবার্ট রোড, ষ্ট্রাচি রোড, ক্লাইব রোড, কলভিন রোড, কুইন্স্ রোড, ড্রমণ্ড রোড, হেষ্টিংস্ রোড, মন্ড রোড, নেপিয়ার রোড, ও লরেন্স রোড, নামক রাস্তা গুলি, উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্যে অবস্থিত থাকিয়া, সিভিল ষ্টেশনের শোভা আরো বৃদ্ধি করিয়াছে। কানপুর রোড, সিভিল ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, ধূমন গঞ্জ হইতে প্রবেশ করিয়া কর্ণভাবে, উত্তর পূর্ব্ব কোণে "মেও হল" পর্য্যন্ত, সিভিল ষ্টেসনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

সিভিল ষ্টেশনের এই অংশের নাম, ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের নামানুসারে, "ক্যানিংটন" রাখা হইয়াছে। এলাহাবাদের জেনারেল পোষ্টাফিস্ ক্যানিং রোডের উপরে অবস্থিত। ষ্টেন্লি রোডের উপরে "নর্থওয়েষ্ট প্রভিন্স্ ক্লাব" নামে ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারীগণের আমোদ, আরামের জন্য,

লাল বর্ণের ইষ্টক নির্ম্মিত এক সুপ্রশস্ত ও সুন্দর বাড়ী আছে। এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের নিকটে, কুইন্স রোডের উপরে, গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ আফিস ও ক্যানিংটন পুলিশ ষ্টেশন অবস্থিত। যে স্থানে ক্যানিংরোড ও কুইন্স রোড সম্মিলিত হইয়াছে, তথায় প্রস্তর নির্ম্মিত একটি সুন্দর গির্জ্জা ঘর আছে। উহার পশ্চাতে, কুইন্স রোডের পশ্চিমে, সরকারি ছাপাখানা আছে। ইহার পরেই বৃহদায়তনের চারিটী চতুষ্কোণ দ্বিতল বাটি; উহার মধ্যে, কুইন্স রোডের পশ্চিমের দুইটিতে গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারিয়েট ও একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিস; আর ঐ রাস্তার পূর্ব্বদিকের দুইটিতে হাইকোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ড। এই বাড়ীগুলি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এলাহাবাদের সিভিল ষ্টেশনের মধ্য দিয়া "সিটি রোড" নামক যে সুপ্রশস্ত রাস্তা, সূর্য্যকুণ্ডের নিকটস্থ রেলওয়ের পুল হইতে "কাটরা" বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরে "আলফ্রেড পার্ক" নামক সুন্দর সরকারী উদ্যান। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, যখন রাজভ্রাতা, ডিউক অব এডিনবরা, ভারত ভ্রমণকালে, এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে, তাঁহার আগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, এলাহাবাদের তৎকালীন লেপ্টেন্যাণ্ট গভর্ণর সার উইলিয়ম মুইর এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করিয়া, উহার নাম "আলফ্রেড পার্ক" রাখেন। আলফ্রেড পার্ক, এলাহাবাদের একটী প্রধান ভূষণ। এই উদ্যানের ক্ষেত্রফল প্রায় ৪০০ শত বিঘা। এই উদ্যানের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির বার্ষিক ৮০০০ হাজার ও গভর্ণমেণ্টের ১৬০০ শত টাকা, বৃত্তি নির্দ্ধারিত

আছে। ইহার মধ্যস্থলে "থর্ণহিল-মেইন মেমোরিয়াল" নামে একটি সুন্দর প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহ আছে। এই গৃহ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯০০০০ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। এই গৃহে এলাহাবাদের যাদুঘর ও গভর্ণমেণ্টের পুস্তকালয় অবস্থিত। এই যাদুঘর ও পুস্তকালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহজন্য মাঘ মেলা তহবিল হইতে বার্ষিক ৩৬০০ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। এই উদ্যানের সম্মুখে, পার্ক রোডের অপর পার্শ্বে, গভর্ণমেণ্ট হাউস্; অর্থাৎ প্রদেশীয় লাটসাহেবের বাসস্থান অবস্থিত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর "লোথার ক্যাসেল" নামক অপর এক বাটিতে বাস করিতেন। পরে সার উইলিয়ম মুইর এই নূতন বাটি প্রস্তুত করাইয়া, "লোথার ক্যাসেল" হইতে আপন বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া, এই বাটিতে আসেন। তৎপরে "লোথার ক্যাসেল" নামক বাটিতে "মূইর কলেজ" স্থাপিত হয়। হ্যারিসন সাহেব এই কলেজের সর্ব্ব প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন। এক্ষণে লোথার ক্যাসেল, দ্বারবঙ্গ-রাজের প্রয়াগস্থ প্রাসাদ হইয়াছে। আলফ্রেড পার্কের উত্তরে, মূইর কলেজের বর্ত্তমান বাটি অবস্থিত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুক কর্ত্তৃক এই বাটির বনিয়াদ পত্তন ও পূর্ব্ববর্ত্তী লেপ্টন্যাণ্ট গভর্ণর সার উইলিয়ম মুইরের নামানুসারে নামকরণ হয়। এই বাটি চতুর্ভুজাকারে প্রস্তুত। উহার তিন দিকেই সুন্দর গৃহ। দক্ষিণ দিকে একটি প্রকাণ্ড হল। তাহার উপরে একটি ডোম্। প্রাসাদের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটি উচ্চ স্তম্ভ। কলেজ প্রাসাদ পশ্চিমাভিমুখী। মধ্যবর্ত্তী প্রবেশ দ্বারের উপবে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ডোম্। চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের উত্তর দিকে অধ্যাপকগণের বিশ্রাম গৃহ;

এই অংশের উপরিভাগও একটী সুচিত্রিত ডোম্ আছে। এই বাটির দরজাতে সার উইলিয়ম মূইরের একটি প্রতিমূর্ত্তি আছে। মূইর কলেজের পশ্চিমে, ক্লাব রোডের উপরে, "মেও হল" নামক একটী লাল বর্ণের ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ আছে। সেই বাটি এলাহাবাদের টাউনহল রূপে জনসাধারণের সভা সমিতির জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি ও গভর্ণমেণ্ট এবং উদ্যোক্তাগণের চাঁদাতে ১৮৫০০০ টাকা ব্যয়ে এই গৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই গৃহে লর্ড মেওর একটি সুন্দর তৈলচিত্র আছে। এলাহাবাদের "চৌক" নামে বাজারটী সহরের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ও দেখিতে সুন্দর। এই বাজারের মধ্যস্থলে সমায়-তনের তিনটি বৃহৎ গৃহের মধ্যে, একটিতে তরকারি ও ফলাদি, ও অপর দুইটিতে নানাবিধ বস্ত্রাদি সুসজ্জিত থাকিয়া দর্শক ও ক্রেতাগণের মন হরণ করিতেছে।

এলাহাবাদ রেল ষ্টেশনের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে, অনতিদূরে "খস্রুবাগ"নামক প্রসিদ্ধ উদ্যান। এই উদ্যানের চতুর্দ্দিকে অতি উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত। সমগ্র উদ্যান ৫০০ ফুট ভুজবিশিষ্ট একটী বর্গক্ষেত্র; এই উদ্যানের উত্তর ও দক্ষিণ প্রাচীরে দুইটী প্রকাণ্ড দরজা আছে। প্রত্যেক দরজাই ৬০ ফুট উচ্চ, এবং নিম্নে ৬০ ফুট গভীর। এই উদ্যানের মধ্যে তিনটী মস্জিদ্ আছে। পূর্ব্বদিকের মস্জিদে সুলতান খস্রুর কবর আছে। উহার পশ্চিমে নুরজাহানের সিনাটোপ, তাহার পশ্চিমে সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্ত্রী "সাহিবা" বেগমের কবর। খস্রুর কবর গৃহটি অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সুচিত্রিত। খস্রুর কবরের দুই পার্শ্বে তাহার দুই পুত্রের কবর আছে। এই উদ্যানের মধ্যে এলাহাবাদ

মিউনিসিপ্যালিটির জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। খস্‌রু বাগের দক্ষিণাংশে সুলতান খস্‌রুর যে অতিথিশালা ছিল, উহা এক্ষণে মুসলমান পথিক গণের সরাইরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ও উহার প্রাঙ্গণ ভূমিতে, মিউনিসিপ্যালিটি এক সবজি বাজার স্থাপিত করিয়াছেন। উহার মধ্য দিয়া "গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড", এলাহাবাদ সহর পরিত্যাগ করত, কানপুরাভিমুখে গিয়াছে।

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট আকবর গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহা এক্ষণে ইংরেজ রাজের ব্যবহারে আসিয়াছে। দুর্গমধ্যস্থিত প্রাচীন গৃহাদি সমস্ত অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কোন কোন গৃহের বহির্ভাগ, বর্ত্তমান রণকৌশলের উপযোগী করিয়া, ইংরাজকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধরাজ অশোক নির্ম্মিত স্তম্ভও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। এই স্তম্ভের যে অংশ আদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ। অক্ষয়বট ও তদনুসঙ্গিক দেবমূর্ত্তি ইত্যাদিও এই দুর্গের মধ্যে অবস্থিত। মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর বহু দেবমূর্ত্তি নষ্ট হইলেও, মহামনা আকবর অক্ষয়বটকে সযত্নে দুর্গমধ্যে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন-কীর্ত্তি-রক্ষক ইংরাজ-রাজও সযত্নে উহা রক্ষা করিতেছেন। অক্ষয়বট দর্শনার্থী, তীর্থ যাত্রীগণ, দুর্গের গঙ্গাতীরস্থ পূর্ব্বদ্বার দিয়া, দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করত, দুর্গমধ্যস্থ "অক্ষয় বট" ও "অশোকস্তম্ভাদি" দর্শন করিয়া, দুর্গের পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। গঙ্গাতীরস্থ দ্বারে যে সিপাই পাহারা আছে, সে ১৫ মিনিট অন্তর অন্তর উপস্থিত যাত্রীগণকে লইয়া অক্ষয় বটের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। তথায় অক্ষয়বটের সেবাইত, গোঁসাই উপাধিধারী

পাণ্ডাগণ, উপস্থিত যাত্রীগণকে লইয়া মৃত্তিকা-নিম্নস্থ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে অক্ষয় বট ও অপরাপর দেবমূর্ত্তি সকল দর্শন করাইয়া থাকেন। দর্শন হইয়া গেলে অপর একজন সিপাই যাত্রীদিগকে সঙ্গে করিয়া, দুর্গের পশ্চিম দরজা দিয়া, বাহির করিয়া দেয়। অক্ষয় বট হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দরজার দিকে যাইবার সময় "অশোক স্তম্ভের" নিকট দিয়া যাইতে হয়। মূর্খেরা উহাকে "ভীমের গদা" বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

ইতিপূর্ব্বে ভূনিম্নস্থ, অক্ষয় বটের মন্দির ও উহার প্রবেশ-দ্বার সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল; গোঁসাইগণ প্রদীপ ধরিয়া যাত্রীগণকে দর্শন করাইতেন। এক্ষণে ইংরাজ-রাজ কৃপা করিয়া মন্দির ও উহার প্রবেশপথের উপরিভাগে অনেকগুলি জানালা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ঐ জানালাগুলি লোহার শিক দিয়া বন্ধ করিয়া, বৃষ্টি-জল নিবারণের জন্য, উপরে পাথরের আবরণ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু ঐরূপ আবরণে কাকাদি পক্ষীর দ্বারা, ও দুর্গস্থিত ইংরেজ শিশুগণের ক্রীড়াচ্ছলে অস্থি ইত্যাদি অপবিত্র দ্রব্য নিক্ষেপ নিবারণ হইত না। সময়ে সময়ে পক্ষী ও ইংরেজ শিশুগণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অস্পৃশ্য দ্রব্যে মন্দির ও প্রবেশের পথ অত্যন্ত অপরিস্কৃত হইত। নদীয়া জেলান্তর্গত চণ্ডীপুর নিবাসী, কাশীধামস্থিত বারাণসী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, শ্রীযুক্ত রাসমোহন সরকারের যত্ন ও চেষ্টাতে, সম্প্রতি (১৯১১ সনের জানুয়ারি) ঐ জানালাগুলি, প্রয়াগস্থ পাণ্ডা শ্রীবদ্রীনারায়ণ গঙ্গারাম এক-কথাওয়ালার ব্যয়ে লৌহজাল দ্বারা আবৃত হওয়াতে, মন্দির ও প্রবেশ পথের পবিত্রতা রক্ষা হইতেছে। এই সৎকার্য্যের জন্য উপরোক্ত

পাণ্ডা মহাশয় যাবতীয় হিন্দুসন্তানের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

অক্ষয় বটের প্রবেশ-দ্বার হইতে মৃত্তিকা-নিম্নস্থ পথে পূর্ব্ব দিকে ৩৫ ফুট গিয়া, দক্ষিণ দিকে ৩০ ফুটের পর, অক্ষয়বট অবস্থিত। ঐ বৃক্ষ, উহার মূল হইতে কিঞ্চিৎ উচ্চে "দোডালা" হইয়াছে, এবং ঐ শাখাদ্বয়ের কিঞ্চিদূর্দ্ধে কাটিয়া ভূমিতলের সহিত সমান করা হইয়াছে। শাখা সহ বৃক্ষটি প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বৃক্ষের গাত্রে স্থানে স্থানে, নব পল্লবের অঙ্কুর দেখা দিয়া, অক্ষয় বৃক্ষের অক্ষয় জীবনের প্রমাণ দিতেছে। অক্ষয় বটের পশ্চাদ্ভাগে, দেওয়ালের গাত্রে, একটি চতুষ্কোণ গহ্বর আছে। ঐ গর্ত্ত সম্বন্ধে শাস্ত্র-বিশ্বাসিগণ মধ্যে কেহ কেহ, উহা কৈলাসের পথ, কেহ বা বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের পথ বলিয়া বিশ্বাস করেন।

এলাহাবাদে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান (E. I. R.) ও আউধ এণ্ড রোহিল খণ্ড (O. R. R.) রেলওয়ের সংযোগ হইয়াছে। কাশী হইতে প্রয়াগে আসিতে আউধ রোহিল খণ্ড রেল-পথে আসাই সুবিধা। শেষোক্ত রেল-পথে, মোগলসরাই ষ্টেশনে, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল হইতে নির্গত হইয়া, কাশী হইয়া, এলাহাবাদ ষ্টেশনে পুনরায় ই, আই, রেলের সহিত মিলিয়াছে; সুতরাং এই রেলে আসিলে কাশী হইতে এক গাড়ীতেই এলাহাবাদে উপস্থিত হওয়া যায়। এই পথে প্রয়াগে আসিতে, সহরের প্রান্তভাগে "এলাহাবাদ সিটি" বা "প্রয়াগ" নামক ষ্টেশনে পাওয়া যায়। এই ষ্টেশনকে সাধারণত লোকে "এলেন গঞ্জ" ষ্টেশন বলিয়া থাকে। তৎপরে সহরের মধ্যস্থলে এলাহাবাদ নামক বড়

ষ্টেশন। আর কাশী হইতে, ই, আই, রেল পথে প্রয়াগে আসিতে, মোগলসরাই পর্য্যন্ত "ও, আর" রেলে আসিয়া, গাড়ী পরিবর্ত্তন করত, ই, আই, রেল যোগে, এলাহাবাদে আসা যায়। এই পথে আসিতে, সহরের বহির্ভাগে "নাইনি" নামক ষ্টেশন পাওয়া যায়, ও তৎপরে, সহরের মধ্যস্থিত এলাহাবাদ ষ্টেশনে উপস্থিত হওয়া যায়। যাত্রীগণ উপরোক্ত তিন ষ্টেশনেই নামা, উঠা করিয়া থাকে। এলেনগঞ্জ ষ্টেশনের নিকটে নবাগত বিদেশী যাত্রীর অবস্থানের বিশেষ সুবিধা নাই। নাইনী ও এলাহাবাদ ষ্টেশনের সন্নিকটে, ঠিক সন্মুখে, মির্জাপুর নিবাসী স্বর্গীয় মহানুভব শেঠ সেবারাম মন্নুলালের দুইটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা আছে। উক্ত স্বর্গীয় শেঠ মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সাংহানিয়া মহাশয়ের সুবন্দোবস্তে ঐ দুই ধর্ম্মশালাতে, বিদেশী যাত্রীগণ সযত্নে ও সমাদরে বাসস্থান পাইয়া থাকেন। এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালাতে শেঠমহাশয়ের একজন কর্ম্মচারী, দুইজন জমাদার ও কয়েকজন বেহারা নিযুক্ত আছে। তাহারা উপস্থিত যাত্রীগণের সেবা ও তত্ত্বাবধান করিতে আদিষ্ট। এই সুন্দর, সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ সদৃশ ধর্ম্মশালাতে, রাজা জমীদার হইতে, দরিদ্র ভিক্ষাজীবীর পর্য্যন্ত বাসোপযুক্ত স্থান আছে। দরিদ্র অতিথিগণ আহার পর্য্যন্ত পাইয়াও থাকে। প্রত্যহ নবাগত অতিথির স্থানাভাব হইতে পারে, আশঙ্কাতে, শেঠ মহাশয়ের বিশেষ অনুমোদন ব্যতীত কাহারই তিন দিনের অধিক বাসের অনুমতি নাই। নাইনী ষ্টেশনের নিকটস্থ ধর্ম্মশালাটীও সুন্দর ও বৃহৎ; কিন্তু তথায় অতিথি সংখ্যা অধিক হয় না বলিয়া, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুই এক জন দ্বারবান, বেহারা ব্যতীত, বিশেষ কোন

বন্দোবস্ত নাই। উপরোক্ত দুই ধর্ম্মশালা ব্যতীত, এলাহবাদ সহরের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীতে, অন্যান্য মহানুভব ব্যক্তির নির্ম্মিত কয়েকটী ধর্ম্মশালা আছে, তন্মধ্যে মুঠিগঞ্জ মহল্লাতে, বোম্বাই নিবাসী খ্যাতনামা শেঠ গোকুলদাস তেজপালের ধর্ম্মশালাই বৃহৎ, সুন্দর ও মনোহর। ঐসকল ধর্ম্মশালাতে যদিও সর্ব্বদেশীয় হিন্দু অতিথিগণই আশ্রয় পাইয়া থাকেন; তথাপি অধিকারী-গণের স্বজাতি বা স্বদেশবাসীগণ অপেক্ষাকৃত সমাদৃত হইয়া থাকেন; কিন্তু বাবু বিহারীলালের ধর্ম্মশালাদ্বয়ে স্বদেশী, বিদেশী, স্বজাতি বিজাতীনির্ব্বিশেষে, সকল অতিথিই যথোপযুক্ত ভাবে সমাদৃত হইয়া থাকে। এই সমদর্শিতার জন্য কেবলমাত্র ধর্ম্মশালার অধিপতি বাবু বিহারীলাল ও কুঞ্জলালই নহেন, তাঁহাদিগের গৌড়ীয় সৎ-ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত সুযোগ্য কর্ম্মচারী মঙ্গলচাঁদজীও হিন্দু সাধারণের প্রশংসার পাত্র।

তীর্থযাত্রীগণের, তীর্থযাত্রা সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসমূহ মূল গ্রন্থে ও পরিশিষ্টের “প্রয়াগ পদ্ধতি” নামক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগের প্রয়াগ-তীর্থে গমনাগমন ও অবস্থান সম্বন্ধীয় কতকগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

তীর্থযাত্রীগণ, দেশ হইতে যাত্রা করিবার সময়ে “সেঁতো” উপধিধারী ২।১ জন চতুর লোককে সঙ্গে লইয়া থাকে। “সেঁতো-গণ” যাত্রীগণের চালক ভাবে রেলের টিকিট হইতে খাদ্যদ্রব্যের হাট বাজার পর্য্যন্ত করিয়া থাকে ও বিদেশে তাহাদের চালান ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বলিয়া, যাত্রীগণ সেঁতোগণের যাবতীয় ব্যয় ব্যতীতও কিছু পারিশ্রমিক দিয়া থাকেন। সেঁতোগণ যাত্রী-দিগকে বিদেশের হাট বাজারের ঝঞ্ঝাট হইতে বাঁচাইয়া চলেন

বলিয়া যাত্রীগণ তীর্থ-স্থান ও তীর্থ-পথের বাজার দর প্রভৃতি কিছুই অবগত নহে। তবে একথা সকলেই জানে, যে ইংরেজ-রাজের, একই রাজ্যের বিভিন্নস্থানে, মূল্যের বিশেষ বৈষম্য হয়না। সাধারণ আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহের মূল্য, সর্ব্বত্র তীর্থযাত্রীর স্বদেশের সমান না হইলেও, দুই এক পয়সার তারতম্য ব্যতীত অধিক নহে; স্থানীয় দ্রব্যজাত বরং কমমূল্যে পাওয়া যায়। রেল ভাড়ার পরিমাণ, টিকিটের উপরে, বহু ভাষায় মুদ্রিত থাকে। সময়ে সময়ে অসুবিধা ও উৎপাৎ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, তীর্থযাত্রী-গণকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করিতে দেখা যায়; কিন্তু ঐ সকল অসুবিধা বা উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা, অবস্থা ও পক্ষ বিবেচনায়, ষ্টেশনমাষ্টার অথবা রেল-পুলিসের ইন্‌স্‌-পেক্‌টরের গোচর করিলে, পুণ্য করিতে আসিয়া পাপের প্রশ্রয় দিতে হয় না। ষ্টেশনমাষ্টার ষ্টেশনেই উপস্থিত থাকেন; এবং রেল পুলিসের ইন্‌স্পেক্টরও, ষ্টেশনের অন্তর্ব্বর্ত্তী রেল-পুলিস থানাতে থাকেন। কোন প্রতিবন্ধক হেতু, কোন যাত্রীর উপরোক্ত কর্ম্মচারীদ্বয়ের সমীপস্থ হওয়া অসাধ্য হইলে, তিনি একখানি পোষ্টকার্ডে যে কোন ভাষায়, অসুবিধা বা উৎপাতের মর্ম্ম লিখিয়া, পক্ষানুসারে "রেলওয়ের ম্যানেজার" বা "গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট" সাহেবের নামাঙ্কিত করত, কোন এক ডাকের বাক্সে ফেলিয়া দিলেই, সুবিচারের আশা করা যায়। সকল তীর্থ স্থানেই, সেতোগণের ২।১ জন করিয়া, পরিচিত পাণ্ডা আছে; সুতরাং তাহারা ষ্টেসনের নিকটে নানা সুবিধা-সমন্বিত ধর্ম্মশালা থাকা সত্ত্বেও, যাত্রীগণকে আপন পরিচিত পাণ্ডার বাড়ীতে লইয়া যায়। পাণ্ডাগণ তীর্থযাত্রীগণের নিকট

হইতে, নানা প্রকারে যে পয়সা আদায় করিয়া থাকেন, তাহার অর্দ্ধাংশ, কখন কখনও বা তদধিকাংশ, সেতোগণকে দিয়া থাকেন। সেতোগণ ব্যতীত. পাণ্ডাগণের নিয়োজিত, বেতন বা অংশ ভোগী, আর কতকগুলি লোক আছে। তাহারা কেহ কেহ বঙ্গদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া, তীর্থযাত্রী সংগ্রহ করত, সেতোদিগের মত, পাণ্ডাগণের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ, বঙ্গদেশের গোয়ালন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, রেলওয়ের বড় বড় জংশন ষ্টেশনে, এবং গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ও অপরাপর তীর্থস্থানে উপস্থিত থাকে। ইহারা যাত্রীগণকে নানারূপ বলিয়া কহিয়া আপন আপন পাণ্ডার নিকটে লইয়া আসে। স্থলবিশেষে, যাত্রীগণ তাহাদিগকে স্বীকার না করিলেও, তাহারা যাত্রীর সঙ্গ লইয়া প্রয়াগ পর্য্যন্ত আসে, এবং যাত্রীদিগকে, ছলে বলে কৌশলে, নিজ প্রভুর নিকটে লইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অপর তীর্থের পাণ্ডাগণও আপন তীর্থস্থানে যাত্রীসংগ্রহ করত, নিরুপদ্রবে যাত্রীগণের তথাকার তীর্থক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া, কোন উপলক্ষে, সঙ্গ লয়, এবং অপর তীর্থে আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকটে লইয়া যায়। এই সকল লোক ব্যতীত, কাশী ও বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে আরও কতকগুলি লোক আছে,তাহারা কোন উপলক্ষ করিয়া তীর্থযাত্রী-গণের সহিত আলাপ পরিচয় করে, এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া, যাত্রীগণের সহযাত্রী বা পরিচালক ভাবে যাইয়া অপরাপর তীর্থের পাণ্ডাগণের নিকট হইতে দালালী লইয়া থাকে। কেহ কেহ বা যাত্রীগণকে সুপারিষ পত্র দিয়া আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকটে পাঠাইয়া দেয়। কেহবা যাত্রীগণের সহিত আলাপ

করিবার উদ্দেশ্যে, কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের, কোন কোন যাত্রীনিবাসের নিকটে দোকান খুলিয়া বসিয়া আছে। যাত্রীগণ কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ঐ সকল দোকানে উপস্থিত হইলেই, উহারা যাত্রীগণের সহিত আলাপ করত, তাহাদের গন্তব্য তীর্থে আপন পরিচিত পাণ্ডার প্রশংসা ও তাহাদিগের নিকটে যাইবার জন্য অনুরোধ, এবং কখন কখনও বা সুপারিষ-পত্রও দিয়া থাকে; এবং যাত্রীগণের গমনের সময়, উক্ত পাণ্ডার নিকটে তার বা পত্র দ্বারা সংবাদ দেয়। এই সকল কারণে রেলওয়ে পুলিশ, উপরোক্ত সেতো, দালাল, পাণ্ডা বা পাণ্ডার লোককে, যাত্রীগণের সঙ্গে বা রেল ষ্টেশনের নিকটে, দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে তাড়া করে। ধরিতে পারিলে, সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াও থাকে। এই জন্য ঐ দালাল লোক-গুলি, ছদ্মবেশে যাত্রীগণের সহিত গমন ও সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। ঐ লোকগুলির উপর পুলিশের প্রখর দৃষ্টি থাকাতে, মনুষ্যমলে উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারের ন্যায়, রেল ষ্টেশনে নূতন আর এক জাতীয় দালালের সৃষ্টি হইয়াছে—উহারা গাড়ী ও একাওয়ালা। তীর্থ-যাত্রীগণ রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই, এই শ্রেণীর দালালগণ আপন আপন গাড়ী বা একা লইয়া, তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কোন যাত্রী ধর্ম্মশালাতে যাইতে চাহিলে, "ধর্ম্মশালা অনেক দূরে," অথবা "সম্মুখের ধর্ম্মশালাতে প্লেগাদি সংক্রামক রোগ হইতেছে, চলুন অপর ধর্ম্মশালাতে লইয়া যাইতেছি" ইত্যাদি কথা বলিয়া, আপন পরিচিত পাণ্ডার নিকটে লইয়া যায়। কোন যাত্রী, তাহার পরিচিত কোন পাণ্ডার বাড়ীতে যাইবার জন্য, গাড়ী বা একা ভাড়া করিলে, উহারা সেই পাণ্ডার

বাড়ীতে লইয়া যাইবার নাম করিয়া, অপর পাণ্ডার গৃহে উপস্থিত করে। এবং শেষোক্ত পাণ্ডার নিকট হইতে যাত্রীগণের আনুমানিক দক্ষিণার অৰ্দ্ধেক বা তদধিকাংশ, অগ্রিম লইয়া প্রস্থান করে। নিতান্ত সাদা সিধা যাত্রী পাইলে, ইহারা পাণ্ডার অপেক্ষা না করিয়াও, স্বয়ং পাণ্ডা পরিচয়ে, বেণীঘাটের কিয়ৎ দূরে, যমুনা নদীর অপর কোন ঘাটে, যাত্রীগণের তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, বিদায় করে। উপরোক্ত বহু প্রকারের দালাল গণের দ্বারা পাণ্ডাগণ যেসকল যাত্রী সংগ্রহ করিয়া থাকেন, ঐ সকল যাত্রী, ধৰ্ম্মভাবে ও স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডাদিগকে যে অর্থ দান করে, তাহাতে, তাঁহাদের প্রদত্ত দালালী বাদে, কিছুই থাকে না। এমন কি, সময়ে সময়ে যাত্রীপ্রদত্ত দক্ষিণা অপেক্ষা, তাঁহাদের প্রদত্ত দালালী অত্যধিক হইয়া যায়। এজন্য, সময়ে সময়ে শুনা যায়, পাণ্ডাগণ নানাপ্রকার ছল, চাতুরী ও বল প্রয়োগ করত, যাত্রীগণের তহবিল ঝাড়িয়া লইয়া থাকেন। পাণ্ডাগণ পুলিশ কর্ত্তৃক ষ্টেশনে বা ষ্টেশনের নিকটে যাইতে নিষিদ্ধ হওয়াতেই, একাওয়ালাগণের দালালী সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ, গাড়ী ও একাওয়ালাগণের " মার্ফৎ ভিন্ন, পাণ্ডাদিগের যাত্রী পাইবার কোন আশা নাই; সুতরাং যে পাণ্ডা যত অধিক দালালী দিবে, তাহার নিকটেই একাওয়ালাগণ যাত্রী লইয়া যাইবে। এই কার্য্যের জন্য, কোন কোন পাণ্ডা. কোন কোন গাড়ী বা একাওয়ালাকে, ঋণ ভাবে, বহু টাকা অগ্রিম দাদন করিয়া রাখিয়াছেন।

রেলওয়ের সীমার মধ্যে তীর্থযাত্রীর বিপদাপদ হইলে, যে উপায় অবলম্বন করা কৰ্ত্তব্য, তাহা যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে, প্রয়াগ বা এলাহাবাদ সহরের যেকোন স্থানে যাত্রীগণের যে কোন প্রকারের আপদ উপস্থিত হইলে, সহরের "পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার" সাহেবের গোচর করা কর্ত্তব্য। "চক" বাজারের সন্নিকটে কোতোয়ালী থানার প্রকাণ্ড বাড়ী। ঐ বাড়ীতে সহরের "পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টার" বা "সহর-কোতয়াল" সাহেব অবস্থিতি করেন। তাঁহার সমীপস্থ হওয়ার কোন প্রকার প্রতিবন্ধক হইলে, রেলওয়ের মত, এক খানি পোষ্টকার্ডে বৃত্তান্ত লিখিয়া, এলাহাবাদের শ্রীযুক্ত "জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট" সাহেব বাহাদুরের নামে, সহরস্থ কোন ডাক বাক্সে, সেই পোষ্টকার্ডখানি নিক্ষেপ করিলে, প্রতিকারের আশা আছে। এলাহাবাদের বর্ত্তমান জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি, মুর এম্, এ; আই, সি, এস, মহোদয়, তীর্থযাত্রীর ক্লেশ নিবারণের জন্য বিশেষ উৎযোগী; তজ্জন্যই তীর্থযাত্রীর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ তাঁহারই নামে উৎসর্গীকৃত হইল।

উপরোক্ত যত প্রকার তীর্থোপদ্রব উল্লেখিত হইল, তাহার, অপেক্ষাকৃত অধিকাংশই বাঙ্গালী যাত্রীর উপরে হইয়া থাকে; কারণ বাঙ্গালীগণ অপমান বা লাঞ্ছনা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত, অপর প্রদেশের যাত্রীগণ তদ্রূপ মুক্তহস্ত নহে; সুতরাং "শুষ্ক কাষ্ঠ ঠেঙ্গাইয়া লাভ নাই" বলিয়া, বাঙ্গালীর উপরেই অধিক "কষাবাৎ" হইয়া থাকে।

এলাহাবাদে কার্য্য উপলক্ষে অনেক বাঙ্গালী বাস করেন। তন্মধ্যে কোন কোন মহোদয় বিপন্ন বাঙ্গালী তীর্থযাত্রীগণকে তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও অর্থের দ্বারা যথেষ্ঠ সাহায্যও করিয়া থাকেন। কোন কোন মহানুভব, বিপদগ্রস্থ লোককে, রেল-

ভাড়া দিয়া, দেশে পৌঁছাইয়া দিয়াও থাকেন। এলাহাবাদপ্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে মাননীয় জষ্টিস শ্রীযুক্ত প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, এল, এল, বি, জজ হাইকোর্ট, মাননীয় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মিত্র বি, এ, এল, এল, বি, মিউঃ ভাইস চেয়ার-ম্যান, শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী বি, এ, এল, এল, বি, উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় M. A. L. L. D. উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, এল, এল, বি, উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, এল, এল, বি, উকিল হাইকোর্ট, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু, B. A. L. L. B. Judge, S. C. Court, শ্রীযুক্ত ডাক্তার অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, এম, বি, শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ দত্ত, এডিটার, "ইণ্ডিয়ান পিপ্‌ল," শ্রীযুক্ত জগবন্ধু ফণী M. A. B. L. উকিল হাইকোর্ট, প্রভৃতি মহাত্মাগণ এখানে বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ; এতদ্ব্যতীত আরও অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা স্বদেশ-বৎসল, ও স্বজাতি প্রিয়, স্থানাভাব প্রযুক্ত তাঁহাদের সকলের নাম উল্লেখ করিতে পারিলামনা। প্রয়াগে কোন বাঙ্গালী যাত্রী অন্যায়-রূপে অত্যাচারিত বা বিপদগ্রস্ত হইয়া ইহাঁদের যে কোন মহাশয়ের নিকটে উপস্থিত হইলে, তিনি, অত্যাচারিত বা বিপদ-গ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন শুনিতে পাই, অনেক ধূর্ত্ত ব্যক্তি, ইহাঁদিগের সদাশয়তার সুবিধা লইয়া, বিপদের ভাণ করত, ইহাঁদিগকে ত্যক্ত করিয়া থাকে। আশা করি কেহ যেন অর্থলোভে ইহাঁদিগকে প্রতারিত করিয়া ভবিষ্যতে বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি ইহাঁদিগের সহানুভূতি নষ্ট না করে।

সমাপ্ত।